ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-28 ■ 4 November, 2024 ■ আগরতলা ৪ নভেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৮ কার্ত্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বোনেদের কাছ থেকে ফোঁটা নিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

মহিলাদের সুরক্ষা ও কল্যাণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। মহিলাদের সুরক্ষা ও কল্যাণের স্বার্থে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলার জন্য সামিল হতে হবে।

রবিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে আগরতলার সরকারি বাসভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংবাদ মাধ্যমকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পবিত্র তিথি উপলক্ষে আজ আমার সরকারি বাসভবনে বোনেরা আসেন এবং আমার জন্য আশীর্বাদ কামনা করেন। কেউ যাতে আমার অমঙ্গল করতে না পারেন এবং আমার যাতে দীর্ঘায়ু হয় সেজন্য প্রার্থনা করেন। আমি খুবই খুশি ও আপ্লুত।

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ মহিলা মোর্চা থেকে শুরু করে কর্পোরেটর সহ সবাই এসেছেন। আমিও তাদের সকলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। বোনেদের রক্ষা করা আমাদের অন্যতম কর্তব্য। তাদের জীবন যাতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটে এবং তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার আরো উন্নয়ন হয় সেই প্রত্যাশা রাখি।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সকলের উন্নয়নের জন্য খুবই আন্তরিক। তিনি সবসময় মানুষের কল্যাণে দিশা দেখান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে মহিলাদের কল্যাণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের জন্য বিভিন্ন বেনিফিসিয়ারি স্কিম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আজকের শুভ মুহূর্তে আমি শুধু এটা বলতে চাই যে আমরা একসাথে মিলে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে।

পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পবিত্র তিথিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বোনদের কাছ থেকে ভাইফোঁটা গ্রহণ করি। ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্ক উদযাপনের এই মঙ্গল অনুষ্ঠানে আগত সকল বোনেদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

এই শুভ তিথিতে আমি রাজ্যের সকল বোনদের সুখ, সমৃদ্ধি ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গিকার করি।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ভাই ফোঁটা দেন বিধায়িক অন্তরা দেব সরকার, মীনা রাণী সরকার সহ অন্যান্যরা।

ভাই ও বোনের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ আরও নিবিড় হোক ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.)।। ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাই ও বোনের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ আরও নিবিড় হোক, এই কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার ভাইফোঁটার আয়োজন হয়েছে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। কালীপুজোর আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই এসে পড়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্যলগ্ন। ঘরে ঘরে ভাই-বোনেরা মেতে ওঠে ভাইফোঁটার উদযাপনে। ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে, নিজের হাতে রেঁধে খাইয়ে তার মঙ্গল কামনায় ব্রতী হয় বোনেরা বা দিদিরা।ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার এই পুণ্যলগ্নে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'সমস্ত দেশবাসীকে ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা। আমরা কামনা করছি, এই শুভ উপলক্ষ ভাই এবং বোনের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ আরও নিবিড় করুক।'

ভিলেজ কমিটির ভোট প্রস্তুতি

নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়াই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ঃ রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। রবিবার মোহনপুর মন্ডলের অন্তর্গত ডাইনমারা পাড়ায় বিজেপি জনজাতি মোর্চার কার্য্যকর্তাদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেন এলাকার জনপ্রিয় বিধায়ক তথা রাজ্যের বিদ্যুৎ ও কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে সামনে রেখে লেফুঙ্গা ব্লক, সিমনা, বামুটিয়া এবং মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভিলেজে কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ সংবাদ প্রতিনিধিদের জানান, সভায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তিনি আরো বলেন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আগামীতে কিভাবে কাজ করতে হবে তা নিয়েও সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি।

পিতাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার পাষন্ড ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। পিতা কাজল দাসকে খুন করার অভিযোগে পূর্ব আগরতলা থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার ছেলে অভ্রজিৎ দাস। ঘটনাটি ঘটেছে শহরের বিদ্যাসাগর পুরানো কালিবাড়ি রোড এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গতকাল রাতে বিদ্যাসাগর এলাকায় খুন হন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কাজল দাস। হত্যার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলেও আত্মীয়দের অভিযোগ ছেলেই হত্যা করেছে নিজ পিতাকে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত মৃতের জনৈক আত্মীয় অভিযোগ করেন, ছেলে অভ্রজিৎ নারী সংক্রান্ত এবং টাকার বিষয়ে পিতাকে হত্যা করেছে। তিনি আরো বলেন, হত্যার পর বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় সে।

আজ সকালে পিতার হত্যার অভিযোগে পুলিশ ছেলে অভিজিৎ দাস উরফে পাপাইকে আটক করেছে।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ নভেম্বর।। রহস্যজনকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাতে খোয়াই শহরের লালছড়া এলাকায়। মৃত গৃহবধুর নাম মনি দীপা ঘোষ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, লালছড়া এলাকার বাসিন্দা তথা স্বাস্থ্যকর্মী প্রতাপ নারায়ন চৌধুরীর স্ত্রী মনিদিপা ঘোষ নিজগৃহে অগ্নিদগ্ধ হয়। গৃহবধূর আত্মচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে কাউকে ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে দেয়নি প্রতাপ নারায়ণ চৌধুরী এবং তার পরিবারের লোকজন।

অবশেষে খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে আসে এবং অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় গৃহবধূকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আগুনে গৃহবধূর দেহের ৯৫ শতাংশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে সরব কৃষাণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি বলে অভিযোগ তুলেছেন পবিত্র কর। কৃষক সভার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেন তিনি।

কিছুদিন আগে রাজ্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বহু কৃষক। সর্বহারা হয়ে পড়েছিল বহু পরিবার। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কাছে ক্ষতিপূরণ পৌঁছে দেওয়ার ঘোষণা করা হলেও এখনো কোনো অর্থ হাতে পান নি রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকেরা। সরকার তাদের পাশে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন পবিত্র কর।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন অমরপুরবাসী। পাশাপাশি উদয়পুর, সোনামুড়া সহ দক্ষিণ জেলার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার অবস্থাও তুলে ধরেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, বেশ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে কথা বলে জানা যায় সরকারি কোনো সাহায্য এখনো পান নি সেই পরিবারগুলো।

রাজ্যের প্রায় আড়াই লক্ষ কৃষক বন্যার কারণে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন বলে জানান তিনি।

সম্মেলনে সরকারের এই কৃষকদের এই ক্ষতিপূরণের অর্থ কবে রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্থদের হাতে পৌঁছবে এই প্রশ্ন তুলেন তিনি। পাশাপাশি এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে কৃষক সভার পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন পবিত্র কর।

বহিঃরাজ্যে দুর্ঘটনায় মৃত্যু রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারকে শ্রদ্ধা জানালো প্রাক্তনীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। মুম্বাইতে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু বরণ করেন এনআইটি - এর ১৯৮৬ সালের ব্যাচ পাস আউট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পিনাকি দে। রবিবার উনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং দোষীর শাস্তির দাবিতে আগরতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে নিরব প্রতিবাদ মিছিল করল এনআইটি আগরতলা এলমনি অ্যাসোসিয়েশন।

১৯৮৬ সালে এনআইটি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাস আউট করেছিলেন পিনাকী দে। মেকানিকেলে পাস আউট করার পর তিনি উচ্চপদে চাকরি পান মুম্বাই শহরে। তিনি দেশ-বিদেশেও চাকুরী করেন। এরপর কয়েক বছর থেকে একটি সফটওয়্যার কোম্পানিতে অধিকর্তা হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। গত ২১শে অক্টোবর উনার স্থির হার্নিয়া ও গোল ব্লাডার অপারেশনের জন্য মুম্বাইয়ের এইচএন রিলায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলেন। যথারীতি সফল অস্ত্র প্রচার হয় হাসপাতালে। আর ২১ অক্টোবর রাতেই পিনাকী দে ডিনারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে পথে বসলো গিরিবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩ নভেম্বর।। ফের পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করল গিরিবাসীরা।ঘরে নেই পানীয় জল তাই আজ বাধ্য হয়ে গঙ্গানগর ব্লকের ব্লক এলাকার জনজাতিরা গন্ডাছড়া আমবাসা সড়কে গঙ্গানগর ব্লক সংলগ্ন এলাকায় সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করে বসে জনজাতি রমণীরা।আজ সাত দিন হল ব্লক সংলগ্ন পাড়াগুলোতে জল নেই। কারো কোনো নজর নেই যে ওই এলাকাগুলোতে পানীয় জল দেওয়ার জন্য। তাই আজ বাধ্য হয়ে ব্লক সংলগ্ন জনজাতি রমণীরা সকাল সকাল রাস্তায় নামলেন পানীয় জলের দাবিতে। এদিনের এই রাস্তা অবরোধের ফলে দুদিক থেকে প্রচুর যানবাহন আটকে পরে। দীর্ঘক্ষণ চলে এই অবরোধ। যদিও পরবর্তীতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

জাগরণ আগরতলা ৪ নভেম্বর ২০২৪ ইং
১৮ কার্ত্তিক, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ডিজিটাল দুনিয়ায় নজরদারি আরও জোরদার

অনলাইন কনটেন্টের ওপর আরও লাগাম পরাইতে আইন তৈরি করিতে চলিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। ডিজিটাল ইন্ডিয়া বিলে কিছু সংশোধনী আনিয়া এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রহিয়াছে মোদি সরকারের। তাহার মধ্যে রহিয়াছে ব্লক করিবার ক্ষমতা থেকে শুরু করিয়া কনটেন্টের ভাষা পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতাও। ফলে ডিজিটাল দুনিয়ায় মোদি সরকারের হস্তক্ষেপ আরও বাড়াইতে চলিয়াছে।এই বিলটিকে ডিজিটাল দুনিয়ার জন্য একটি সামগ্রিক আইনি ফ্রেমওয়ার্কে পরিণত করিবার চিন্তাভাবনা কেন্দ্রের। দীর্ঘদিনের পুরনো তথ্য প্রযুক্তি আইন প্রত্যাহার করে চালু করা হইবে ডিজিটাল ইন্ডিয়া বিল। এই বিলের বিধি ব্যবহার করিয়া সমস্ত ডিজিটাল ক্ষেত্রের ওপর কর্তৃত্ব করিতে চায় সরকার। শিল্পমহল এবং অন্যান্য আর কয়েকটি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা পর্ব মিটিয়া গেলেই বিলের খসড়া সংসদে পেশ করা হইবে বলিয়া সরকারি সূত্রে জানা গিয়াছে। তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিকমের পর ডিজিটাল ইন্ডিয়া বিল হইতে চলিয়াছে মোদি সরকারের আনা তৃতীয় ডিজিটাল বিল। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৯ ধারা অনুযায়ী, কোনও অনলাইন কনটেন্ট জাতীয় নিরাপত্তা, ভিন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলিলে তাহা ব্লক করিয়া দিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে প্রস্তাবিত আইনে এই বিষয়টির পরিধি বাড়ানো হইতেছে। সংশোধিত বিধি অনুযায়ী, জাতীয় নিরাপত্তা বা বৈদেশিক সম্পর্ক ছাড়াও অন্য যে কোনও আইন ভঙ্গ করিলেই সেই কনটেন্ট ব্লক করিতে পারিবে সরকার। এছাড়াও ব্লক বা সেই কনটেন্ট প্রত্যাহার করিবার নির্দেশিকা জারির ক্ষেত্রেও এক্তিয়ার বাড়ানো হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের। যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিলের খসড়া সামনে আনা হয়নি। এখনও পর্যন্ত তাহা গোপন রাখা হইয়াছে। তবে এই বিল যে ডিজিটাল দুনিয়ায় সরকারের নজরদারি ও লাগাম পরানোর ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী হইতেছে সে বিষয়ে একমত সরকারি আধিকারিকরা। পেশ হওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত অনলাইন কনটেন্টের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্সরশিপ বাড়িয়াছে ২০০০ শতাংশ। ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সঞ্জয় ধোতরের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪ সালে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৯ ধারায় ৪৭১টি অনলাইন লিঙ্ক সামাজিক মাধ্যম থেকে প্রত্যাহার করা হয়। ২০২০ সালে সেই পরিসংখ্যান বাড়িয়া হইয়াছে ৯,৮৪৯টি। অর্থাৎ অনলাইনে কনটেন্ট বা লিঙ্ক ব্লকের হার বাড়িয়া হইয়াছে ১,৯৯১ শতাংশ। সংশোধিত বিলে সামাজিক মাধ্যম প্লাটফর্মগুলির জন্য কোনও সুরক্ষা হইবে না কেন্দ্র। কোন ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হইবে না, তাহা নিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

দুই গোষ্ঠীর বিবাদ, মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ স্টেশনের কাছে চলল গুলি

মুর্শিদাবাদ, ৩ নভেম্বর (হি.স.): দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ স্টেশনের কাছে গভীর রাতে চলল গুলি। স্থানীয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গত কয়েকদিন ধরেই ঝামেলা চলছিল। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে শনিবার গভীর রাতে এক দুষ্কৃতী অপর এক দুষ্কৃতী লালু যাদবকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। যদিও সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় প্রাণে বেঁচে যায় লালু। জানা গিয়েছে, লালুকে ফোন করে দেখা করতে বলে অপর দুষ্কৃতী। লালু আজিমগঞ্জ স্টেশনের কাছে তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে এলেই তাকে গালিগালাজ শুরু করে ওই দুষ্কৃতী। তারপর লালুকে লক্ষ্য করে দু'রাউন্ড গুলি চালায় সে। যদিও সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গুলি চালানোর শব্দ শুনেই স্থানীয় কয়েকজন ঘটনাস্থলে চলে আসে। তারপরেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। স্টেশনের পাশেই অভিযুক্তের বাবার চপের দোকান ছিল। অভিযোগ, সেই দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিনের এই বিবাদ।

গিরিডিতে আইইডি বোমা উদ্ধার

গিরিডি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী এলাকা গুরুবাদ গ্রামে একটি কালভার্টের নিচে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ২০ কেজি আইইডি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। গোয়েন্দাদের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সিআরপিএফ-এর সঙ্গে যৌথভাবে গিরিডি ও জামুই পুলিশ ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়।

পুলিশ জানায়, নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই মাওবাদীরা বোমা রেখেছিল। রবিবার সকালে উদ্ধার হওয়া বোমাটি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বোমা উদ্ধারের ঘটনার পর এলাকায় তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

ফের সন্ত্রাসী হামলা কাশ্মীরে, শ্রীনগরে পর্যটন কেন্দ্রে গ্রেনেড ছুঁড়ল জঙ্গিরা

শ্রীনগর, ৩ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলা বেড়েই চলেছে। এবার শ্রীনগরে হামলা চালাল জঙ্গিরা, রবিবার শ্রীনগরের ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টারের কাছে গ্রেনেড ছোড়ে জঙ্গিরা। গ্রেনেড ফেটে কমপক্ষে ১২ জন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছেন।ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টারের প্লে গ্রাউন্ডে গ্রেনেড ছোড়া হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। রবিবার ছুটির দিনের জন্য ওই সময় বিপুল সংখ্যক মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কারণে জঙ্গিদের ছোঁড়া গ্রেনেড হামলায় বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। আহত হয়েছেন ১২ জন সাধারণ নাগরিক।

গ্রামে মদ্যপান বন্ধে অভিনব উদ্যোগ: ৫০০০ টাকা জরিমানা, ধরিয়ে দিলেই মিলবে পুরস্কার

পাঁশকুড়া, ৩ নভেম্বর (হি.স.): পাঁশকুড়া ব্লকের মাইশোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাজসহর গ্রামে মদ্যপান বন্ধে গ্রামবাসীরা নিলেন অভিনব উদ্যোগ। এই গ্রামে রাস্তার ধারে দেওয়া হয়েছে একাধিক পোস্টার, যার মধ্যে স্পষ্টভাবে লেখা আছে মদ্যপান করলে গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা। যারা এই নিয়ম ভঙ্গ করবে, তাদের ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। পাশাপাশি, যারা এই নিয়ম ভঙ্গের প্রমাণ দিয়ে ধরিয়ে দেবে, তাদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে এক হাজার টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামবাসীদের জমির পাশেই রাস্তার ধারে বসে মদ্যপান করেন কিছু ব্যক্তি। মদ্যপানের পর অনেক সময় মদের বোতল ভেঙে ফেলে রেখে যাওয়া হয় চাষযোগ্য জমিতে, যা থেকে সমস্যায় পড়ছেন কৃষকেরা। মাঠে কাজ করতে গেলে অনেকের পা বা হাত কাটছে ভাঙা কাঁচের টুকরোয়। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও তেমন কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এমতাবস্থায় গ্রামের শান্তি ও সুরক্ষার স্বার্থে এবং কৃষকদের এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে নিজেদের উদ্যোগে পোস্টার লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন গ্রামবাসীরা।

শেলডন গ্ল্যাশো ও স্টিভেন ওয়াইনবার্গের বন্ধুত্বের কথা

প্রায় ৭৪ বছরের বন্ধুত্ব। বিজ্ঞানী আবদুস সালামের সঙ্গে মিলে দু'জনে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন পদার্থবিজ্ঞানে। শেলডন গ্ল্যাশো ও স্টিভেন ওয়াইনবার্গের সেই বন্ধুত্বের কথা

অমিতাভ চক্রবর্তী

প্রায় ৭৪ বছরের বন্ধুত্ব তাঁদের। নাম শেলডন গ্ল্যাশো ও স্টিভেন ওয়াইনবার্গ। ২০২১ সালের জুলাই মাসে ওয়াইনবার্গের মৃত্যুতে এ সম্পর্কের সমাপ্তি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। কৈশোরে ব্রঙ্কস হাইস্কুল অব সায়েন্সে প্রথম দেখা। তত দিনে স্কুলটির বয়স সবে এক দশক পেরিয়েছে। প্রিন্সিপাল ড. মরিস মেইস্টারের কর্মতৎপরতা ও শিক্ষকদের দক্ষতায় নিউইয়র্কের বিদ্যালয়টির ভালো স্কুল হিসেবে তখন বেশ নামডাক। অনেক অভিভাবকের মতো তাঁদের মা---বাবাও সন্তানদের সেখানে ভর্তি করে দেন। অনেক ছাত্রের মধ্যে পাঁচজনের বন্ধুত্ব বেশ গভীর। গ্ল্যাশো ও ওয়াইনবার্গএ দু'জন ছাড়া অন্য তিনজন হলেন গারলেড ফেইনবার্গ, মরটন স্টার্নহেইম ও মেনাসা টসনার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন মধ্যগগনে। তত দিনে যুক্তরাষ্ট্রও জড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধে। দুনিয়াজুড়ে চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি নেমে এসেছে অর্থনৈতিক মন্দা। এই দুর্বিপাকের কেন্দ্র অবশ্যই ইউরোপ, যেখানে চলছে হিটলারের শাসন। একের পর এক দেশের দখল নিচ্ছে নাৎসি বাহিনী। বেঁচে থাকা যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে সাধারণ জনজীবন থেকে শুরু করে পড়াশোনা, গবেষণাসব কাজই যে ব্যাহত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? সেই আশঙ্কা মাথায় নিয়ে দলে দলে সাধারণ মানুষ ইউরোপ ছেড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে পাড়ি দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। বাদ যাচ্ছেন না বিভিন্ন ক্ষেত্রের উচ্চ মেধাসম্পন্ন মানুষেরা। এমনকি আইনস্টাইনের মতো বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীও পাকাপাকিভাবে চলে এসেছেন এ দেশে। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধশতকের বেশির ভাগ অংশে মানবসভ্যতার ইতিহাস এক চূড়ান্ত অশান্ত সময়ের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। অথচ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিরিখে এই কয়েক দশক সবচেয়ে বেশি ফলদায়ী। আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা, আলোক-তড়িৎক্রিয়া ইত্যাদি পদার্থবিজ্ঞানের নতুন নতুন দিশার উন্মোচন করে চলেছেন পদার্থবিদেরা।

বিজ্ঞানের সেই আঁচ এসে লেগেছিল নিউইয়র্কের ওই হাইস্কুলেও। অতটুকু বয়সে পাঁচ বন্ধুই ঠিক করে ফেললেন, ভবিষ্যতে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হবেন। কিন্তু বিজ্ঞানী হওয়া কি আর সহজ কথা! বিশেষ করে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী! বিজ্ঞানীদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো বিপুল কর্মক্ষমতা, স্বজ্ঞা, কল্পনা ও তুখোড় গাণিতিক জ্ঞান। সে কথা মাথায় রেখে পদার্থবিদ্যা ও গণিতের পাঠ খুব ভালোভাবে নিচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু বিজ্ঞানের জগতে নিজেদের কল্পনা প্রকাশের একটা উপযুক্ত মঞ্চ তো চাই! হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বন্ধুর একজনেরও ভর্তির আবেদন গ্রাহ্য হলো না। আবার কর্নেল, প্রিন্সটন এবং এমআইটির মতো তিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চান্স পেলেন দুজনে।

অতএব উদ্যমী সেই ছাত্রের দল ঠিক করল, স্কুলেই একটি কল্পবিজ্ঞান ম্যাগাজিন প্রকাশ করবে। নিজেরা মিটিং করে গারলেড ফেইনবার্গকে পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত করা হলো। ঠিক করা হলো, কোনো অবস্থাতেই পত্রিকার গুণগত মানের সঙ্গে সমঝোতা করা হবে না। কিন্তু পত্রিকার নাম কী হবে? একটা জবরদস্ত নাম তো দেওয়া চাই! আগামী দিনের বিজ্ঞানীরা যে পত্রিকা প্রকাশ করবেন, তার কি কোনো সাধারণ ম্যাড়মেড়ে নাম হয়? অবশেষে 'Etaoin shrdlu' নামে দুটি অর্থহীন শব্দ বাছা হলো। আসলে টাইপ কাস্টিং মেশিনের কি---বোর্ডে উল্লম্বভাবে অবস্থিত প্রথম দুটো লাইনের হরফ হলো ত্র-t,a,o,i,n s,h,r,d,l,u, এটাই হবে তাঁদের পত্রিকার নাম। এই নাম দেখে সবার মনে সম্ভ্রম আসবে। তা ছাড়া অনেকে বলেন, বিজ্ঞানীদের চেতনার জগৎ সাধারণের অনুভবের বাইরে। ঠিক যেমন মহাকর্ষের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইনের মাথায় কী করে ওই স্থান-কাল সম্পর্কের ধারণা এল, সেটা বোঝা কঠিন।

একইভাবে নিজেদের স্বজ্ঞা ও গাণিতিক প্রয়োগক্ষমতা হাতিয়ার করে হাইজেনবার্গ বা শ্রোয়েডিঙ্গার কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নামের কণাপদার্থবিজ্ঞানের এক নতুন শাখার দুয়ার উন্মোচন করেছিলেন। এসব ভাবনা হয়তো ঘুরছিল পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর মাথায়। তাই বেশ কাঠখড় পুড়িয়ে সমসাময়িক কালের প্রতিষ্ঠিত কল্পবিজ্ঞান লেখক আলফ্রেড বেসটারের কাছ থেকেও ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্য লেখা আদায় করেছিলেন তাঁরা। তবে স্টিভ (স্টিভেন) ও শেলডন এতেই থেমে থাকলেন না, সিনিয়র ক্লাসের দাদাদের কাছে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করতে বিখ্যাত অভিনেতা ও নির্দেশক অরসন ওয়েলসের কাছে একটি রেকর্ডিং জমা দিয়ে এলেন। দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লডস শিরোনামে রেডিওতে প্রচারিত সেই অনুষ্ঠানে বক্তা (ন্যারেটর) স্টিভ এবং বিজ্ঞানীর চরিত্রে ছিলেন শেলডন। একেবারে পেশাদারি কায়দায় দিমিত্রি জস্টাকোভিচের সেভেন্থ সিম্ফনি থেকে আবহ (ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক) তৈরি করেছিলেন তাঁরা।

সাফল্যের সঙ্গে এই কোর্স শেষ করার পর এবার উচ্চশিক্ষা নেওয়ার পালা। কিন্তু হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বন্ধুর একজনেরও ভর্তির আবেদন গ্রাহ্য হলো না। আবার কর্নেল, প্রিন্সটন এবং এমআইটির মতো তিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চান্স পেলেন দুজনে। এবার স্টিভের বাবা তাঁদের দু'জনকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরিয়ে দেখালেন। সব দেখেশুনে দুজনে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। প্রচণ্ড পড়াশোনার চাপ সেখানে। বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিদ কেনেথ গ্রেইসেন যে কোর্সটি পড়ান, তা বেশ শক্ত। এই শিক্ষা নিতে গিয়ে আবার পদার্থবিদ্যা ও গণিতের বেশ কিছু অ্যাডভান্স কোর্স করতে হলো। অবশ্য এ নিয়ে তাঁদের কোনো আপত্তি ছিল না। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা মানে গণিত ও বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা। শেলডন গ্ল্যাশো থাকতেন ক্যাম্পাসের বাইরে কলেজ টাউনে, অন্যদিকে স্টিভের আস্তানাটি ছিল অনেকটা কাছে 'টেলুরাইড হাউস' নামের এক হোস্টেলে।

পঞ্চাশের দশকেও গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে কোপেন হেগেনের ইনস্টিটিউট অব থিওরিটিক্যাল ফিজিকসের খুব নামডাক। বিশেষত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার জগতে। স্বয়ং নীলস বোর আছেন সেখানে। যথাসময়ে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ হলো, এবার গবেষণা করতে হবে। এখানেও দুজনের আগ্রহের ক্ষেত্র একই 'ইউনিফিকেশন অব ফোর্সেস'। অর্থাৎ বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক বলের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসা, যে স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। এই মহাবিজ্ঞানী জীবনের শেষ কয়েক দশক এই গবেষণাতেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তবে এবার দুজনে আলাদা প্রতিষ্ঠানেগবেষণা করতে শেলডন এলেন হার্ভার্ডে আর স্টিভ গেলেন প্রিন্সটনে। অধ্যাপক জুলিয়ান শুইঙ্গারের অধীনে গবেষণার কাজ শুরু করলেন শেলডন। অধ্যাপকের ধারণা অনুযায়ী তড়িৎচৌম্বকত্ব এবং দুর্বল বলের নেপথ্যে আছে ইয়াং-মিলস গাউস বোসনের একটি ত্রয়ী (ট্রিপলেট)। ছাত্রকে উৎসাহ দিতে প্রায়ই তিনি বলতেন'ও forth– young man– and unifyœ' শুইঙ্গারের চ্যালেঞ্জের সমাধানে পুরোপুরি সফল হতে না পারলেও নিজের থিসিস লিখে ফেললেন শেলডন গ্ল্যাশো। আর ১৯৫৮ সাল নাগাদ পেলেন পিএইচডি। অন্যদিকে স্টিভেন ওয়াইনবার্গও তত দিনে পিএইচডি লাভ করেছেন। অধ্যাপক স্যাম ট্রিম্যানের তত্ত্বাবধানে তীব্র এবং দুর্বল বলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রিনরমালাইজেশন তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। পঞ্চাশের দশকেও গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে কোপেন হেগেনের ইনস্টিটিউট অব থিওরিটিক্যাল ফিজিকসের খুব নামডাক। বিশেষত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার জগতে। স্বয়ং নীলস বোর আছেন সেখানে। তাঁর আকর্ষণেই দেশ-বিদেশের তরুণ পদার্থবিদেরা গবেষণার জন্য পাড়ি জমান ডেনমার্কে। কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করার পর এক বছর গবেষণার কাজে কোপেন হেগেনে কাটিয়ে এসেছেন ওয়াইনবার্গ। এবার পিএইচডি করে একই প্রতিষ্ঠানে দুই বছরের জন্য পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপ নিয়ে গেলেন গ্ল্যাশো। ১৯৬০ সাল নাগাদ সেখানেই গবেষণায় বড় সাফল্য পেলেন তিনি। নিউট্রাল কারেন্ট বা প্রশম তড়িতের অস্তিত্বের অনুমান করে তিনি দুর্বল তড়িৎ সংশ্লেষণের (Electroweak synthesis) জন্য প্রয়োজনীয় বীজগাণিতিক গঠনকাঠামোর সন্ধান দিলেন। পিএইচডি সুপারভাইজার শুইঙ্গারের চ্যালেঞ্জ যেন এবার অনেকটা মেটাতে পারলেন গ্ল্যাশো। তবে শুইঙ্গারের ধারণা অনুযায়ী তিনটির পরিবর্তে এখানে চারটি মধ্যস্থতাকারী প্রয়োজন। মডেলটি কিন্তু এখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো না, বরং তিনটি বড় প্রশ্ন রয়ে গেল। প্রশ্নগুলো হলোদুর্বল মিথস্ক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারীরা কীভাবে তাদের ভর অর্জন করে? লেপটনের মতো পারমাণবিক কণাগুলোকেও কি মডেলটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়? তা ছাড়া তত্ত্বটি কি বিনবমালাইজেবল? (রিনরমালাইজেশন হলো কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব, পরিসংখ্যান বলবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিশেষ গাণিতিক পদ্ধতি।) আর তাই গাণিতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ? তবে তখন পর্যন্ত কোন পদার্থবিদ (এমনকি গ্ল্যাশো নিজেও) মডেলটি সিরিয়াসলি নেননি। ষাটের দশকে দুজন একসঙ্গে তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯৬৭ সালে 'মডেল অব লেপটনস' (শিরোনামে স্টিভেন ওয়াইনবার্গ লিখলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গবেষণা প্রবন্ধ।

এদিকে কলাম্বিয়া ও বার্কলিতে পোস্টডক্টরাল গবেষণার কাজ শেষ করে ওয়াইনবার্গ তত দিনে অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছেন। আর গ্ল্যাশো গবেষণা করছেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে। এখানে তাঁর তৃতীয় পোস্টডক্টরাল গবেষণার কাজ চলছিল। এর ঠিক ছয় বছর পর দেখা গেল, বার্কলিতে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন ওয়াইনবার্গ ও গ্ল্যাশো। আবার কর্মস্থল বদল হলো দুই বন্ধুর। স্টিভ চলে গেলেন এমআইটিতে আর গ্ল্যাশো হার্ভার্ডে। ষাটের দশকে দু'জন একসঙ্গে তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯৬৭ সালে 'মডেল অব লেপটনস' (Model of Leptons) শিরোনামে স্টিভেন ওয়াইনবার্গ লিখলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গবেষণা প্রবন্ধ। এতে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত পিটার হিগস এবং অন্য গবেষকদের আবিষ্কৃত গাউস তত্ত্বের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিসাম্য ভাঙনের সুন্দর প্রয়োগ করেন তিনি। ভরহীন গাউস বোসন কী করে ভর লাভ করে, সেই ক্রিয়াকৌশল প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন হিগস, ফ্রাসোঁয়া অয়েংলার এবং অন্য সমসাময়িক গবেষকেরা। এই ক্রিয়াকৌশল গ্ল্যাশোর দুর্বল তড়িৎসংক্রান্ত মডেলে সফলভাবে প্রয়োগ করেন ওয়াইনবার্গ। হিগস বোসন সেখানে তিনটি মধ্যস্থতাকারী কণা এবং আধানযুক্ত লেপটনগুলোতে ভরের জোগান দিচ্ছে। অর্থাৎ গ্ল্যাশোর মডেলের নিরিখে উত্থাপিত প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন স্টিভেন ওয়াইনবার্গ। আজ পর্যন্ত ১৮ হাজারের বেশি গবেষক নিজেদের লেখায় প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞান লেখকেরা মনে করেন, কণাপদার্থবিজ্ঞানীদের সাধের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ধারণার বীজ নিহিত ছিল ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার্স জার্নাল-এ প্রকাশিত মাত্র তিন পৃষ্ঠার সেই গবেষণা প্রবন্ধে।

এ গবেষণার নিরিখে উচ্চশক্তি --- সম্পর্কিত কণাপদার্থবিজ্ঞান গবেষণা নতুন মোড় নেয়। হ্যাড্রন---জাতীয় কণার (নিউট্রন ও প্রোটনের মতো নিউক্লীয় কণা এবং পায়ন বা কাউঅনের মতো তীব্র বলের জন্য কার্যকর অন্যান্য কণা) উপাদান হিসেবে কোয়ার্কের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় বিজ্ঞানী সমাজ। ১৯৬৯ সালের অন্তিমলগ্নে জন ইলিওপুলাস, লুসিয়ানো মিয়ানি, শেলডন গ্ল্যাশোএ তিন গবেষক একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী আগে অনুমান করা চতুর্থ তথা চার্ম কোয়ার্কের অস্তিত্ব ইলেকট্রোউইক মডেলের সম্প্রসারণকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, যেখানে সব পরিচিত প্রাথমিক কণা অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এটি 'গ্ল্যাশো-ইলিওপুলাস -মিয়ানি মেকানিজম' নামে পরিচিতি পায়। ফলে গ্ল্যাশোর প্রস্তাবিত মডেলের দ্বিতীয় প্রশ্নটির সমাধানও পাওয়া গেল।

তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া গেল ১৯৭১ সালে জেরার্ড টি হুফের গবেষণায়। তত দিনে ইলেকট্রোউইক মডেল (ওয়াইনবার্গ-সালাম মডেল) বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রশংসনীয় তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত। বিভিন্ন পরীক্ষা---নিরীক্ষায় এই তত্ত্বের সত্যতা যাচাই হয়ে গেল। ১৯৭৩ সালে নিউট্রাল কারেন্ট বা প্রশম তড়িতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, পরের বছরই চার্ম কোয়ার্ক আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। ১৯৭৭ সালে 'ন্যাচারাল কনজারভেশন লজ ফর নিউট্রাল কারেন্টস' (Natural conservation laws for neutral currents) শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন দুই বন্ধু। ওয়াইনবার্গের মৃত্যুর পর অবশ্য স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে গ্ল্যাশো বলেছিলেন, 'স্টিভ এবং আমি তখন থেকে খুব কমই কথা বলেছি।

তখন বসন্তকাল। ১৯৭৯ সালে দুর্বল বলের ক্রিয়াকৌশল নিয়ে বক্তব্য দিতে স্টকহোম গেছেন গ্ল্যাশো। বক্তব্য শেষে নোবেল কমিটির পদার্থবিদ্যা বিভাগের এক সদস্য মন্তব্য করলেন, 'ওয়াইনবার্গ-সালাম মডেলের ফলাফল তো আপনার ১৯৬০ সালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। আপনি শুধু বিষয়টিকে অন্য আঙ্গিকে বলেছিলেন।' এ কথা শুনে সেদিন খুব খুশি হয়েছিলেন গ্ল্যাশো। ওই বছরই আসে চূড়ান্ত স্বীকৃতি। ওয়াইনবার্গ, সালাম ও গ্ল্যাশো তিনজনই পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। পাঁচ বছর পর আবার এই তিন বিজ্ঞানী সস্ত্রীক নোবেল পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন, তবে এবারের পুরস্কার প্রাপকেরা হলেন কার্লো রুবিয়া এবং সিমন ভ্যান ডার মেয়ার। দুর্বল বলের ক্রিয়ায় ঢ এবং ঠ কণার অস্তিত্ব আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁরা। ফলে ইলেকট্রোউইক থিওরির সত্যতা আবার প্রমাণিত হলো।

স্কুলের পড়াশোনা থেকে শুরু করে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি পর্যন্ত একই পথের এ যাত্রায় দীর্ঘ সময় ধরে ওয়াইনবার্গ ও গ্ল্যাশো কিন্তু অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন না। আবিষ্কার ও গবেষণার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি নিয়ে তাঁদের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। গ্ল্যাশোর আক্ষেপ ছিল, বন্ধু ওয়াইনবার্গ বিভিন্ন কনফারেন্সে বক্তব্য দেওয়ার সময় তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করছেন না। এখানে মনে রাখা দরকার, বিজ্ঞানীরাও রক্ত---মাংসের মানুষ, যাঁদের মধ্যে মেধা ও সৃজনশীলতার পাশাপাশি ক্ষোভ ও হতাশার মতো মানবিক গুণ থাকা স্বাভাবিক। ২০২০ সালে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ফিজিকসে একটি সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় এ কথা স্বীকার করেছিলেন গ্ল্যাশো। তিনি বলেন, '১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে আমি নিজেকে নোবেল পুরস্কারের একজন প্রতিযোগী হিসেবে ভাবতে শুরু করি। অথচ আমার মনে হয়েছিল, পুরোনো বন্ধু ওয়াইনবার্গ নিজের এবং সালামের মধ্যে পুরস্কারটি রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন। বিশেষ করে টোকিওতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে দুর্বল মিথস্ক্রিয়া তত্ত্বের ইতিহাস উপস্থাপনের সময় স্টিভ আমার নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত ছিল। ওর এই ভুলের জন্য আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। এ কারণেই আমাদের বন্ধুত্বের অবসান ঘটে।' ওয়াইনবার্গের মৃত্যুর পর অবশ্য স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে গ্ল্যাশো বলেছিলেন, 'স্টিভ এবং আমি তখন থেকে খুব কমই কথা বলেছি। এখন ভাবতে খারাপ লাগে যে আমাদের দীর্ঘ বন্ধুত্ব এবং ফলপ্রসূ সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে পারিনি। তবু আমাদের জীবন এতটাই নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল যে তাঁর মৃত্যু কেবল বিজ্ঞানের নয়, আমার জন্যও একটি বড় ক্ষতি।' নিজেদের ফেলে আসা সোনালি দিনগুলোর কথাও সেখানে স্মরণ করেছেন বিজ্ঞানী। আসলে এটাই বাস্তব। যেখানে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও হতাশার ঊর্ধ্বে শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে থাকে বন্ধুত্ব এবং বিজ্ঞানের প্রতি দুই গবেষকের অবদান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কবচ ৪.০ - ভারতীয় রেলওয়ের একটি অত্যাধুনিক সুরক্ষা প্রযুক্তি ব্যবস্থা

এটিতে রয়েছে আপডেটেড উপাদান ও প্রযুক্তিগত উপাদানের সম্মিলিত বৈশিষ্ট্য

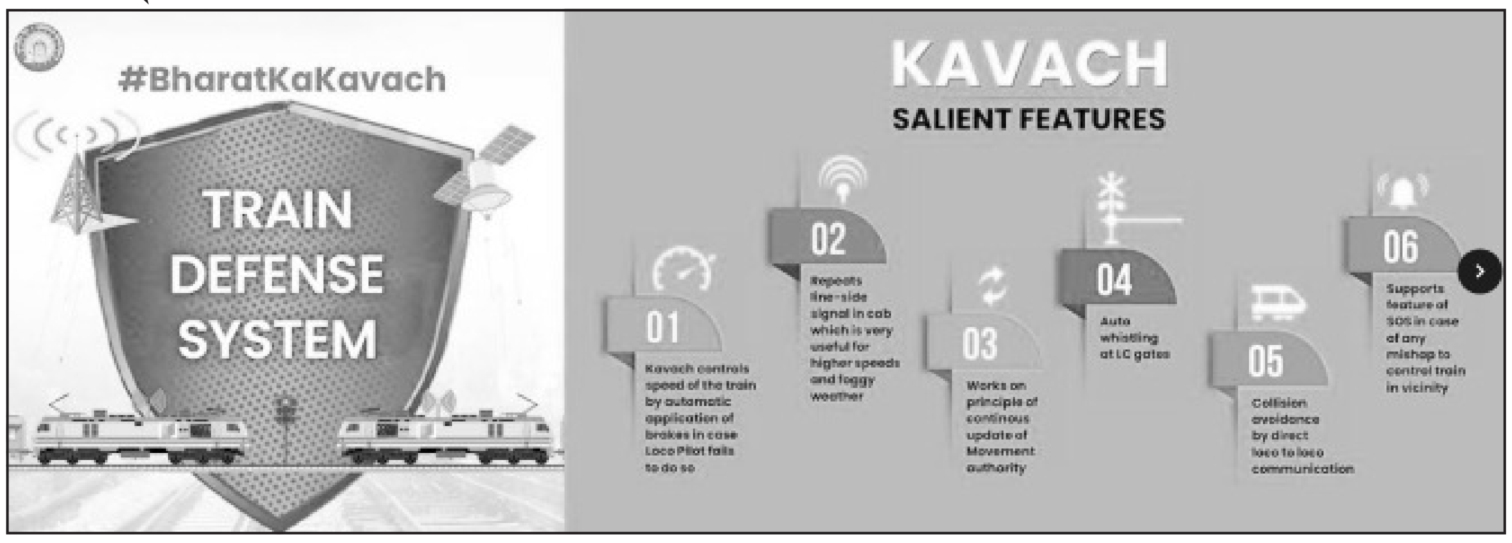

মালিগাঁও, ৩ নভেম্বর, ২০২৪: ভারতীয় রেলওয়ে তার সমগ্র নেটওয়ার্কে ট্রেন চলাচল উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা তথা দেশীয়ভাবে উন্নত সুরক্ষা প্রযুক্তি ব্যবস্থাসম্পন্ন কবচ ৪.০-এর সফল বাস্তবায়নের দিকে এগোচ্ছে। কবচ ৪.০ হলো ভারতীয় রেলওয়ের দ্বারা দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য এবং ট্রেনের সুগম চলাচল নিশ্চিত করতে তৈরি করা এক বর্ধিত ব্যাপক প্রযুক্তি পরিচালিত সমাধান, যা নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণের অতিরিক্ত স্তর প্রদান করে।

লোকো পাইলটের বিফলতা দেখা দিলে এই ব্যবস্থাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক প্রয়োগ করে, কারণ এটি ড্রাইভারের ক্যাবে রিয়াল-টাইম লাইন-সাইড সিগনাল প্রদর্শন করে এবং রেডিও ভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে ক্রমাগত মুভমেন্ট অথোরিটিআপডেট প্রদান করে। অন্যান্য প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে লেভেল ক্রসিং গেটে স্বয়ংক্রিয় হুইসেল বাজানো, সংঘর্ষ প্রতিরোধ করতে লোকোমোটিভ থেকে লোকোমোটিভে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং জরুরীকালীন পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করতে এসওএস ফাংশন।

কবচ ৪.০ ব্যবস্থাটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উপাদান দ্বারা নির্মিত, যার মধ্যে রয়েছে স্টেশন কবচ, এটি লোকোমোটিভকে গাইড করতে লোকো কবচ ও সিগনালিং সিস্টেম থেকে তথ্য লাভ করে, আরএফআইডি ট্যাগ, যা ট্রেনের অবস্থান ও দিক নিরীক্ষণ করতে নিয়মিত বিরতিতে ট্র্যাকের পাশে ও সিগনাল পয়েন্টে স্থাপন করা হয়। ট্র্যাকের পাশে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল ও যোগাযোগ টাওয়ার দ্বারা গঠিত কমিউনিকেশন ব্যাকবোন, যা লোকোমোটিভ ও স্টেশনের মধ্যে তথ্যের নিরবিচ্ছিন্ন বিনিময় নিশ্চিত করে। এছাড়াও ড্রাইভার মেশিন ইন্টারফেস (ডিএমআই) লোকো পাইলটদের তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ক্যাবের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন সিগনাল অ্যাসপেক্ট ও মুভমেন্ট অথোরিটি প্রদান করে।

এই ব্যবস্থায় রিলে-ভিত্তিক ইন্টারলকিং, সিগনাল যোগাযোগের জন্য ইউএইচএফ রেডিও, সঠিক লোকেশন ট্র্যাকিঙের জন্য আরএফআইডি, সুরক্ষিত যোগাযোগের জন্য জিএসএম এবং সঠিক সময় সমন্বয়ের জন্য জিপিএস-এর মতো উন্নত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির এই একত্রীকরণ রেলওয়ের সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অত্যাধুনিক সমাধান গ্রহণের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন করে। ভারতীয় রেল দ্বারা ১০,০০০ লোকোমোটিভে কবচ ৪.০ বাস্তবায়ন করাটা এর পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং সুরক্ষার মান উন্নত করার এক বিস্তৃত পদক্ষেপ। কবচ ৪.০-এর মতো প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুগম কার্যকলাপ নিশ্চিত করবে, মানুষের ত্রুটি কম করবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করবে। এভাবে, এই উদ্যোগটি আমাদের ট্রেন যাত্রীদের জন্য এক সুরক্ষিত ভ্রমণ পরিবেশ প্রদানের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। যেহেতু কবচ ব্যবস্থাটি ইতিমধ্যে ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের প্রধান প্রধান পথগুলিতে স্থাপন করা হয়েছে, তাই পাইলট প্রকল্পের ভিত্তিতে বর্তমানের ব্যবস্থাকে আধুনিক ৪.০ ব্যবস্থা দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েও দেশের রেল সংযোগ ব্যবস্থার অংশ হওয়ার জন্য এই উন্নত প্রযুক্তিকে দ্রুত একত্রিত করবে, যার ফলে এর চারপাশের অঞ্চলের মধ্যে নিরাপদ, অধিক নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ রেল পরিষেবা প্রদান করবে।

মডেলিং-এ পদক্ষেপ সুশোভন সোনু রায়ের, অভিনয়ের পাশাপাশি নতুন পেশা

সুশোভন, বাংলা টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির একজন মুখ, অভিনয়ের ক্ষেত্র থেকে মডেলিংয়ের গ্ল্যামারাস জগতে উত্তরণ করে একটি নতুন যাত্রা শুরু করেছেন। এই সাহসী পদক্ষেপটি কেবল তার কর্মজীবনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেনি বরং তাদের উৎসর্গ এবং রূপান্তরের সাথে অনেককে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই নতুন উদ্যোগে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য, সুশোভন একটি উল্লেখযোগ্য শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও গিয়েছিলেন এবং একটি চিত্তাকর্ষক ১৪ কিলোগ্রাম ওজন কমিয়েছিলেন। হলিডে ইন হোটেল, ডাবর, টাইটান আই, ভেলোসিটি আইওয়্যার, অ্যামাজন, স্পেন্সার্স, ক্যাম্পাস স্যু, বিগ বাজার, বায়োটিক এবং ফিয়ামা ডি উইলস-এর মতো বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলির সাথে সহযোগিতা করে মডেলিং শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছেন। তার আকর্ষণীয় চেহারা এবং তার অভিনয় অভিজ্ঞতা তাকে ফ্যাশন জগতে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

আনন্দময়ী মা, কোড়াপাখি, মোহর এবং তিতলির ইত্যাদির মতো জনপ্রিয় সিরিয়ালে তার ভূমিকার জন্য পরিচিত, সুশোভন সবসময় তার অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। যাইহোক, মডেলিংয়ে সাম্প্রতিক যাত্রা তার ক্যারিয়ারকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। টেলিভিশন অভিনেতা থেকে সফল মডেলে সুশোভনের যাত্রা অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রমের একটি অনুপ্রেরণামূলক গল্প। তার নতুন চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা তার বহুমুখিতা এবং প্রতিভার প্রমাণ।

হেমন্ত সোরেন সরকারের আমলে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীরা নিরাপদ নয় : অমিত শাহ

রাঁচি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): হেমন্ত সোরেন সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। রবিবার অমিত শাহ বলেছেন, হেমন্ত সোরেন সরকারের আমলে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীরা নিরাপদ নয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির সঙ্কল্প পত্র প্রকাশ করেছেন।

অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, সঞ্জয় শেঠ, বিজেপির ঝাড়খণ্ডের সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি প্রমুখ অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'হেমন্ত সোরেন সরকারের আমলে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীরা নিরাপদ নয়। সাঁওতাল পরগনায় আদিবাসীর সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। অনুপ্রবেশকারীরা এখানে এসে আমাদের মেয়েদের প্রলুব্ধ করে বিয়ে করে জমি দখল করছে। এটা বন্ধ না হলে ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতি, চাকরি, জমি অথবা মেয়েরা নিরাপদ থাকবে না। তাই 'রোটি, বেটি, মাটি' নিশ্চিত করার স্লোগান নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিজেপি।' অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেছেন, 'ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার গঠিত হচ্ছে এবং আমরা এই অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়ে দেব। আমরা আইন এনে নারীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জমি ফিরিয়ে দেব। হেমন্ত সোরেন, আপনি ঝাড়খণ্ডের মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।'

শাই হোপ ১৭তম ওডিআই সেঞ্চুরি করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকাদের অভিজাত তালিকায় যোগ দিয়েছেন

এন্টিগার, ৩ নভেম্বর(হি. স.):ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক শাই হোপ শনিবার রাতে অ্যান্টিগার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে তার ১৭তম ওডিআই সেঞ্চুরি(১১৭) করেছেন।

ক্রিস গেইল ২৫ ওডিআই সেঞ্চুরি নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানদের তালিকায় ফরম্যাটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করেছেন। তার পরেই আছেন কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা যিনি ১৯টি ওডিআই সেঞ্চুরি করেছেন। শাই হোপ এখন ডেসমন্ড হেইন্সের সাথে যৌথ-তৃতীয় স্থানে রয়েছেন, কারণ তাদের সংখ্যা ১৭তে দাঁড়িয়েছে। ৫০-ওভারের ব্যাটার হিসেবে হোপ তার গুণমান প্রদর্শন করে শনিবার রাতে ১২৭ বলে আটটি বাউন্ডারি এবং চারটি সহ ১১৭ রান করেছেন তিনি।

সোমবার ম্যালকম মার্শালের মৃত্যুবার্ষিকী

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি.স.): ম্যালকম মার্শাল ছিলেন একজন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার। ১৮ এপ্রিল ১৯৫৮ এই বার্বাডিয়ান ক্রিকেটার জন্মগ্রহণ করেন। ৪ নভেম্বর ৪১ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

তিনি যুক্তিযুক্তভাবে আধুনিক যুগের সবচেয়ে দক্ষ বোলার ছিলেন, যার বিস্ময়কর বোলিং গড় ছিল ২০.৯৪।

১৯৭৭-৭৮ সালে বার্বাডোসের হয়ে প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে তার অভিষেক হয়েছিল। জ্যামাইকার বিপক্ষে তার প্রথম ম্যাচে ৭৭ রানে ৬ উইকেট নেওয়ার পর তিনি ভারতের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলার জন্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৮-৭৯ সালে ভারত সফরে তার পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে তিনি দলের একজন দুর্দান্ত ফাস্ট বোলারে পরিণত হন। ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা মার্শাল তার বিশাল সঙ্গী জোয়েল গার্নার , কোর্টনি ওয়ালশ এবং কার্টলি অ্যামব্রোসের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে খাটো ছিলেন। মার্শাল তার অনন্য অ্যাকশনের মাধ্যমে গতি এবং দেরিতে সুইং তৈরি করেছিলেন। উইকেটের দিকে দৌড়ানো এবং বল ডেলিভারি করার সময় ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা দ্রুত শনাক্ত করতে ও কাজে লাগাতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৯৮৩ সালের ভারত সফরে মার্শাল তার ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন। প্রতি ১৯ রানেরও কমে ৩৩ উইকেট নিয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালে হেডিংলে ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি তার বুড়ো আঙুল ভেঙেছিলেন। তার বাম হাতটিতে ছিল প্লাস্টার। এই অবস্থাতেও তিনি দ্বিতীয় ইনিংসে বল করেছিলেন। মাত্র ৫৩ রানে সাত উইকেট নিয়েছিলেন। মার্শাল একজন দক্ষ ব্যাটসম্যানও ছিলেন যিনি টেস্ট প্রতিযোগিতায় ১০টি হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন। প্রথম-শ্রেণীর ক্যারিয়ারে তিনি মোট ১৬৫১টি উইকেট (গড় ১৯.১০) নিয়েছিলেন(৮১ টেস্টে, তিনি ৩৭৬ উইকেট (গড় ২০.৯৪), এটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের রেকর্ড যা ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছিল। ১৯৯৬ সালে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোচ নিযুক্ত হন।

২০০৯ সালে মার্শাল আইসিসি ক্রিকেট হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হন। অ্যালমান্যাকের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে উইজডেন তাকে সর্বকালের টেস্ট বিশ্ব একাদশে মনোনীত করে।

১৯৯৯ সালে বিশ্বকাপ চলাকালীন জানা যায় যে মার্শালের কোলন ক্যান্সার হয়েছিল। তিনি অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করার জন্য তার কোচিং চাকরি ছেড়ে দেন কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৪ নভেম্বর ৪১ বছর বয়সে মারা যান। বিশ্ব ক্রিকেট হারায় তার ভয়ংকর বোলারকে।

মেজর লিগ সকার: আটলান্টা ইউনাইটেডের কাছে হারল মেসির মায়ামি

নিউ ইয়র্ক, ৩ নভেম্বর (হি. স.): প্রথমার্ধে আটলান্টা ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ইন্টার মায়ামি হেরে গেল। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল মায়ামি কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের দুই গোল হজম করে ২-১ গোলে হারতে হল তাদের। দ্বিতীয় গোলটি হয়েছে ম্যাচের যোগ করা সময়ে। এই ম্যাচে গোল-অ্যাসিস্ট কিছুই পাননি মেসি রবিবার সকালে মেজর লিগ সকারে আটলান্টার বিপক্ষে ২-১ গোলে হারে ইন্টার মায়ামি। মায়ামি গোলটি করেন ডেভিড মার্টিনেজ। আটলান্টার হয়ে একটি করে গোল করেন ডেরিক উইলিয়ামস ও জান্দে সিলভা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১০ ম্যাচ পর ইন্টার মায়ামির প্রথম হার। আগস্টে মায়ামি লিগস কাপে সবশেষ হেরেছিল।

এই হারের পরও লিগ টেবিলে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে মায়ামি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের পরিকল্পনা ২৫ নভেম্বর থেকে

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন চলতি মাসের ২৫ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে। কমপক্ষে তা ১০ দিন ধরে চলবে। এই পর্বে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপনের ভাবনা রয়েছে সরকার পক্ষের। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনা প্রকল্পের বিষয় নিয়েও আলোচনার অবকাশ থাকছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারি প্রস্তাবও আনা হতে পারে। উল্লেখ্য, ১৩ নভেম্বর রয়েছে এই রাজ্যের পাঁচ জেলার ছয়টি আসনে ভোটগ্রহণ। বিধানসভার কেন্দ্রের নির্বাচনী ফল প্রকাশ ২৩ নভেম্বর। সুতরাং ২৫ তারিখ অধিবেশন শুরু হলে নতুন বিধায়কদের শপথ গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন করতেও সুবিধা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে সুযোগ থাকছে আলাপ আলোচনার। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দফতরের কাছে বিভাগীয় রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। পরিষদীয় বিভাগ সূত্রে এই তথ্য প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি সভাপতি হলেন সৎ শর্মা, নতুন দায়িত্বে রবীন্দর রায়না

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত হলেন সৎ শর্মা। রবিবার বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে সৎ শর্মাকে নিযুক্ত করেছেন। পাশাপাশি নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন রবীন্দর রায়না। রবীন্দর রায়নাকে বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলের বাতাস দূষিতই, একিউআই পৌঁছল ৩৬৪-তে

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণগতমান দিন দিন খারাপ হচ্ছে, রবিবারও দূষণের কবলেই থাকলো জাতীয় রাজধানী ও সংলগ্ন অঞ্চল। এদিন বাতাসের গুণগত মান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) বা একিউআই পৌঁছেছে ৩৬৪-তে। যা খুবই উদ্বেগজনক। সামান্য পরিশ্রমেই হাঁফিয়ে যাচ্ছেন দিল্লিবাসী। শীত যত এগিয়ে আসছে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) বা একিউআই ততই খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। রবিবার সকালে দিল্লির বুরারি এলাকা ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। সেখানে বাতাসের গুণগতমান ছিল ৩৮৫। এদিন সকালে দিল্লির আনন্দ বিহার, নেহরু প্লেস, ইন্ডিয়া গেট, অক্ষরধাম মন্দিরের মতো এলাকাগুলিতে বাতাসের গুণগত মান খুবই খারাপ ছিল।

ধর্মীয় রীতি মেনে শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ হলো কেদারনাথ ধাম

রুদ্রপ্রয়াগ, ৩ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কেদারনাথ ধাম রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় ধর্মীয় রীতি মেনে শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ হলো। উল্লেখ্য, কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন এই মন্দির বন্ধ হয়। এই উপলক্ষে মন্দিরকে ১০ কুইন্টাল ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এদিকে উত্তর কাশির যমুনোত্রী ধামও রবিবার দুপুরে বন্ধ হবে।

উল্লেখ্য, কেদারনাথ ধাম এবং যমুনোত্রী ধামের দরজা শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধের প্রক্রিয়া যথোচিত ধর্মীয় রীতি মেনে রবিবার ভোরেই শুরু হয়। জানা গেছে, রবিবার ভোর ৪টা থেকে কেদারনাথ ধামের দরজা বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাবা কেদারনাথের ডোলি ওমকারেশ্বর মন্দির, উখিমঠের উদ্দেশ্যে এদিনই রওনা হয়। অন্যদিকে, রবিবার ভাইফোঁটার দিনেই যমুনোত্রী ধামের দরজা বন্ধ হলে শীতকালীন মরশুমের জন্য খরসালি গ্রামে অবস্থিত যমুনা মন্দিরে যমুনাজীর বিগ্রহ থাকবে।

প্রসঙ্গত, শনিবার চারধামের অন্যতম গঙ্গোত্রী ধামও যথোচিত ধর্মীয় রীতি মেনে শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

আদালতের শুনানির দিকেই তাঁকিয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : আগামীকাল ৪ নভেম্বর শিয়ালদহ আদালতে রয়েছে আর জি কর মামলার শুনানি। পরদিন ৫ নভেম্বর দেশের শীর্ষ আদালতে এ নিয়ে শুনানি রয়েছে। সেদিকেই তাকিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। রাজ্যবাসীও সুবিচারে দাবিতেই সরব। এদিকে, আগামী ৯ নভেম্বর তিন মাস পূর্ণ হতে চলেছে। যদিও এ পর্যন্ত আর জি কর হাসপাতালের মহিলা পিজিটি-র রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় সুবিচার মেলেনি। জুনিয়র চিকিৎসকদের মিলিত সংগঠনগুলির পাশাপাশি এর পরিপ্রেক্ষিতেই ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট ৯ নভেম্বর তিন দফা কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে। ছবি, পোস্টার প্রদর্শনী, আর্ট ইনস্টলেশন ও কবিতার মাধ্যমেই প্রতিবাদ করতে চলেছে নানা কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে। আর জি কর হাসপাতালে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পদযাত্রাতে সামিল হতে চলেছে। ওই দিন সমাবেশ, মানব বন্ধন, প্রতিবাদ সভা ও জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে।

ছত্তিশগড়ের বলরামপুর পুকুরে পড়ল গাড়ি, মৃত্যু ৮ জনের

বলরামপুর, ৩ নভেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের বলরামপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে পুকুরে পড়ে গেল একটি এসইউভি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতরা লারিমা থেকে সুরাজপুর যাচ্ছিলেন। লাড়ুয়া মোড়ে শনিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়।

এক পেড় মা কি নাম শিরোনামে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কৈলাসহরে

কৈলাসহর।। ২ নভেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন নেহেরু যুব কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সমাজসেবী সংস্থা পুষ্পরাজ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় কৈলাসহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় স্থান সহ পরিত্যক্ত বা পতিতস্থানে 'এক পেড় মা কি নাম' শিরোনামে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলছে। দু'মাসব্যাপী এই কর্মসূচি চলবে আগামী ত্রিশে নভেম্বর পর্যন্ত। পাশাপাশি ড্রাগে আসক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজ হচ্ছে। পুষ্পরাজক্লাবের সম্পাদক ছুরুক আলি এই সংবাদ জানিয়েছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

“কালো” রঙের ৩ খাবার: পুষ্টি জোগান ও ওজন নিয়ন্ত্রণ রাখে

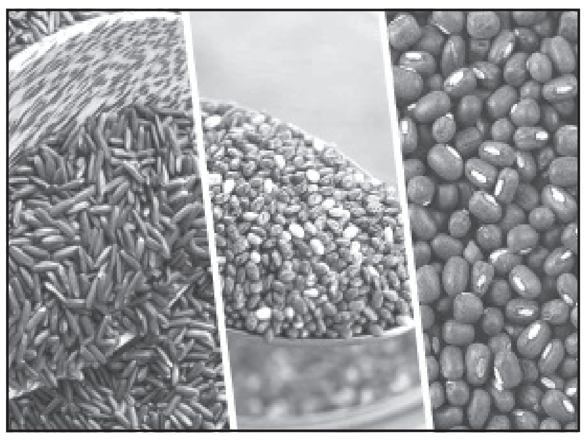

“কালো জগতের আলো” সেই ছোটবেলায় শোনা প্রবাদ। তা সত্ত্বেও কালো রঙের চাল-ডাল কিংবা কালচে রঙের কোনও খাবার প্রথম ঝলকে দেখতে মোটেই ভাল লাগে না। দেখতে ভাল না লাগলেও এই কালো খাবার যে শরীরের নানা উপকারে আসে, তা কি জানেন? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, কালো রঙের খাবারে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ফাইবার এবং নানা রকম খনিজের পরিমাণ বেশি। শরীরে ভিটামিন, খনিজের জোগান দেওয়ার পাশাপাশি দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই খাবারগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জিম কিংবা যোগাসনের পাশাপাশি এই “কালো” রঙের খাবারগুলি ডায়েটে রাখলে উপকারই হবে।

“কালো” রঙের কোন কোন খাবার খাওয়া যেতে পারে?

১) কালো চাল- অধিকাংশ মানুষই চান, ভাত হবে সাদা এবং ঝরঝরে। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, শরীর ভাল রাখতে চাইলে খেতে হবে কালো চালের ভাত। কালো চালের মধ্যে রয়েছে “অ্যান্থোকায়নিন্স”। যা আসলে এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। শরীরে প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এই চাল। পাশাপাশি, কালো চালের মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। তাই এই চালের ভাত খেলে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি থাকে। কালো চালের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। তাই চট করে রক্তে শর্করা বেড়ে যাওয়ার ভয় নেই।

২) চিয়া বীজ- ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার এবং প্রোটিনের প্রাকৃতিক উৎস হল চিয়া বীজ। ওজন ঝরানোর জন্য এই প্রত্যেকটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখা, পেশি মজবুত করা এবং বিপাকক্রিয়া উন্নত করতেও সাহায্য করে চিয়া বীজ।

৩) কালো ডাল- উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উৎস হল ডাল। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রোটিনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে যে কোনও ধরনের ডালই খাওয়া যায়। তবে তার মধ্যে কালো মুসুর ডালে প্রোটিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। পেশির গঠন থেকে বিপাকহার সবই উন্নত করতে পারবেন কালো মুসুর ডাল খেলে।

সকাল-দুপুর-রাত, তিন বেলাই আম খাচ্ছেন? সঙ্গে ভুলেও খাবেন না যে সব খাবার

গরমকাল অনেকের কাছেই ভীষণ অপ্রিয়। কিন্তু প্রিয় ফল আমের মরসুম বলে গ্রীষ্মের অস্বস্তিও মেনে নিতে রাজি আছেন, এমনও অনেকেই আছেন। আমের সঙ্গে প্রাণের টান যাঁদের, তাঁরা কিন্তু সারা বছর অপেক্ষা করেন গ্রীষ্মের জন্য। অনেকেই আছেন, যাঁরা আমের মরসুমে সকাল, দুপুরে এমনকি রাতেও আম খান। তবে আমের সঙ্গে কিছু খাবার খেলে কিন্তু পেটের সমস্যা হতে পারে। জেনে নিন, আমের সঙ্গে ভুলেও কোন খাবারগুলি খাওয়া চলবে না। দই-চিঁড়ে, দই, আম, কলা একসঙ্গে মেখে খেতে ভালবাসেন অনেকেই। খেতে মন্দও লাগে না। কিন্তু পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, আমের সঙ্গে দইয়ের একেবারেই সদ্ভাব নেই। দু’টি খাবার একসঙ্গে খেলে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। এমনকি আম খাওয়ার পরেও দই খেতে বারণ করা হয়। এতে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তেল-মশলাদার খাবার গরমে দুপুরে জমিয়ে ভূরিভোজের পর একটু আম না খেলে চলে না। কিন্তু তেল-মশলাদার খাবারের সঙ্গে আম খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সামনেই জামাই ষষ্ঠী। ভূরিভোজের শেষে শাশুড়িরা ভুলেও জামাইকে আম খেতে দেবেন না। আমে থাকা অ্যাসিড মশলার সঙ্গে বিক্রিয়া করে হজমের সমস্যা হতে পারে।

নরম পানীয় - খাওয়ার পর ভুলেও ঠান্ডা নরম পানীয় খাবেন না। কারণ আম এবং এই ধরনের পানীয় দু’টোতেই চিনির পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে এই দু’টি জিনিস একসঙ্গে খেলে হঠাৎই শর্করার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে।

জল- ফল খেয়ে জল খেতে এমনিতেই বারণ করা হয়। আম খেয়ে জল খাওয়া আরও মারাত্মক। আম খাওয়ার পরে ঢক ঢক করে জল খেলেই তার ফল টের পাবেন কিছু ক্ষণেই। বুকজ্বালা, বদহজমের পাশাপাশি পেটের নানা গোলমাল হতে পারে। আম খাওয়ার অন্তত আধ ঘণ্টা পরে জল খাওয়া যেতে পারে।

কিডনিতে পাথর হয়েছিল? দ্বিতীয় বার সেই ঝুঁকি এড়াতে কোন তিন খাবার খাবেন না?

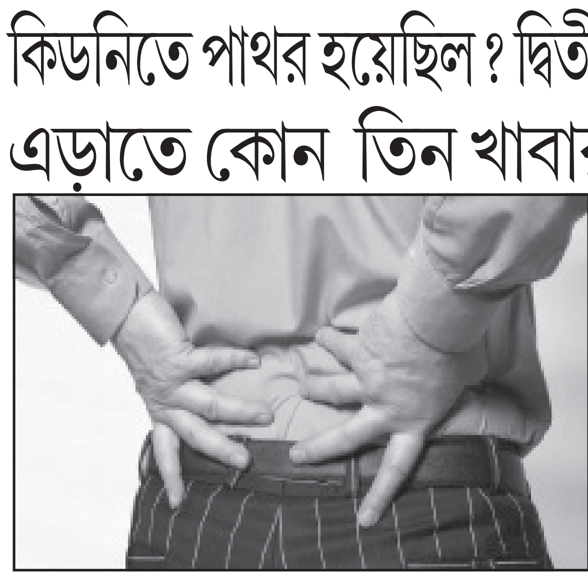

জল কম খাওয়া, বাইরের খাবারের প্রতি ঝোঁক, দীর্ঘ ক্ষণ প্রস্রাব চেপে রাখা এমন বেশ কিছু কারণে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। কিডনিতে পাথর হয়েছে বিষয়টি শুনতে সহজ মনে হলেও, যাঁরা এই দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন তাঁরা জানেন, কতটা অসহনীয় এই দুর্ভোগের যন্ত্রণা। যত ক্ষণ অস্ত্রোপচার না হচ্ছে, তত ক্ষণ চলে কষ্ট। অনেক সময় কিডনিতে যে পাথর হয়েছে, তা প্রথম দিকে টের পাওয়া যায় না। উপসর্গগুলি এত মৃদু হয় যে, বাইরে থেকে সব সময় তার আঁচ পাওয়া যায় না। ফলে অসুখ ধরাও পড়ে অনেক দেরিতে। তখন কষ্ট আরও বেশি হয়। তাই সতর্ক থাকা জরুরি। কারণ এক বার এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন মানে, দ্বিতীয় বার যে এমন আর হবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই এক বার কিডনিতে পাথর হলেও সাবধানে থাকা জরুরি। বিশেষ করে খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে বাড়তি সাবধানতা মেনে চলা দরকার। দ্বিতীয় বার কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমাতে চাইলে কোন খাবারগুলি পুরোপুরি এড়িয়ে চলবেন? প্রক্রিয়াজাত মাংস- মনের আনন্দে সালামি, সসেজ, চিকেন পিৎজা খাওয়ার আগে এক বার কিডনিতে পাথর হওয়ার ব্যথার কথা মনে করুন। কারণ, এই ধরনের খাবার লাগাতার খাওয়া মানেই কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেওয়া। এই খাবারগুলিতে থাকে সোডিয়াম, ফ্যাট, চিনি, নাইট্রেটস। অত্যধিক সোডিয়াম মূত্রে সোডিয়ামের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে সেখান থেকে পাথর হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সোডা পানীয়- সোডা মিশ্রিত পানীয় কিডনির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই ধরনের পানীয়ের প্রতি ভালবাসা থেকে শুধু যে পাথর জমে তা-ই নয়, কিডনি সংক্রান্ত অন্যান্য রোগেরও জন্ম হয়। তাই এক বার কিডনিতে পাথর হলে ঝুঁকি এড়াতে এই ধরনের খাবার এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। চা, কফি- কাজের যতই ব্যস্ততা থাক, মাঝেমাঝে চা, কফির কাপে চুমুক দিতে ভোলেন না কেউই। অথচ এত ঘন ঘন চা, কফি খাওয়ার অভ্যাসেই কিডনিতে পাথর হয়। পরিমিত খেলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অত্যধিক পরিমাণে খেলেই মুশকিলে পড়তে হতে পারে।

অসুস্থতা সারিয়ে ওঠার পরে রূপটানে জেল্লা ফেরাবেন কী ভাবে?

দীর্ঘ সময়ের অসুস্থতা সারিয়ে ওঠার পরে চোখ-মুখের অবস্থা বেহাল হয়ে যায়। চোখ যেন কোটরে ঢুকে যায়। মুখে কালচে দাগছোপ পড়ে যায়। ত্বক খসখসেও হয়ে যায়। এই সময়ে সঠিক ভাবে রূপচর্চা না করতে পারলে ত্বক আরও স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। তখন রূপটানেও জেল্লা বাড়ে না।

দীর্ঘদিন অসুখে ভুগলে ত্বক একটু শুষ্ক হয়ে পড়ে।

এই সময়ে যদি কোনও বিয়েবাড়ি বা অনুষ্ঠান থাকে, তা হলে দিনকয়েক আগে থেকেই ত্বক ময়েশ্চারাইজ করুন ভাল ভাবে। ত্বক চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিচ্ছেন, ত্বকের যত্নের জন্য প্রতি দিন অন্তত তিনটি কাজ করতেই হয় ত্বক পরিষ্কার বা ক্লিনজিং, টোনিং এবং ময়েশ্চারাইজার। ক্লিনজিং বা টোনিং নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান না, তাঁদের অন্তত নিয়ম করে ত্বকে ময়েশ্চারাইজারটা ঠিকঠাক ভাবে মাখতেই হবে। তা হলেই ত্বক নরম ও আর্দ্র থাকবে। বিকেলে মেকআপের আগে মুখ ভাল করে ধুয়ে নিন।

বেস মেকআপের জন্য একটু হালকা ফাউন্ডেশন বাছুন। ত্বক খসখসে মনে হলে ফাউন্ডেশনের সঙ্গে একটু ময়শ্চারাইজার মিশিয়ে নিতে পারেন। এর উপর একটু ফেস পাউডার লাগাতে পারেন। তা হলে ত্বক মসৃণ দেখাবে।

চোখে ফোলা ভাব থাকলে বা চোখের তলায় কালি থাকলে চোখ দেখতে আরও ছোট ও ক্লান্ত লাগে। তাই মেকআপ শুরু করার আগে কনসিলার দিয়ে চোখের কোলের কালি ঢেকে নিন। এতেই চোখ দেখতে কিছুটা বড় লাগবে। আইশ্যাডোর রঙ যত হালকা হবে চোখ দেখতে তত বড় লাগবে। বাইরের দিকে গাঢ় রঙের আইশ্যাডো লাগালেও চোখের ভিতরের কোলে হালকা আইশ্যাডো লাগান। সাদা, সিলভার, গোল্ডেন বা ব্রঞ্জ আইশ্যাডো ব্যবহার করুন। চোখ সুন্দর দেখাতে নীচের পাতায় মোটা কাজলের উপর আইল্যাশের ভিতর দিয়ে ন্যুড আই পেন্সিল দিয়ে লাইন করুন। এতে চোখে ভরাট ভাব আসবে।

অসুস্থতার ফলে ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায়। তাই লিপস্টিক পরার আগে ঠোঁটে পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে নিন। ম্যাট ফিনিশ লিপস্টিক না পরাই ভাল। এতে ঠোঁট আরও শুষ্ক দেখাবে। ঠোঁটে উজ্জ্বল রঙের লিপস্টিক পরুন। এতে মুখ আরও উজ্জ্বল দেখাবে।

ভ্রূ যদি ঠিকঠাক শেপ করা না থাকে তাহলে কিন্তু কোনও সাজই ঠিক খোলে না। যদি চোখের মেকআপে জোর দেন তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখুন ভ্রূ-তে। মুখের শেপ অনুযায়ী ভ্রূ ঠিকঠাক শেপ করিয়ে নিন। ভ্রূ ঘন দেখাতে আই ব্রো পেনসিল ব্যবহার করতে পারেন। তবে বেশির ভাগ মানুষই কালো পেনসিল দিয়ে ভ্রূ আঁকেন। সকলের ভ্রূ কিন্তু ঘন কালো হয় না। ফলে সরু হোক বা মোটা, মুখে বেমানান লাগে। তাই নিজের গায়ের রং ও চুলের রং অনুযায়ী বাছতে হবে আই ব্রো পেনসিলের রং। তা হলেই সাজ ঠিকঠাক হবে।

ঘরের গাছ দীর্ঘ দিন সতেজ ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে কী করবেন?

ঘর সাজাতে অনেকেরই প্রথম পছন্দ সবুজ গাছ। ঘর জুড়ে সবুজের সমারোহে জুড়িয়ে যায় মন। চোখও যেন শান্তি পায় দু’দণ্ড। কিন্তু, অফিস আর অন্যান্য ব্যস্ততায় সব সময় নার্সারিতে গিয়ে নিজের হাতে গাছ কেনার সুযোগ হয় না। তাই অনলাইন নার্সারিগুলিতেই ঢুঁ দেন অনেকে। সেখান থেকে দেখেশুনে বেছে নেন গাছ।

কিন্তু, অনলাইনে গাছ কিনলে সেটি বিক্রেতার হাত থেকে আপনার হাত অবধি পৌঁছতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। তাই গাছও একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে হাতে পাওয়ার পর বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয় এই গাছগুলির। কী করবেন, জেনে নিন।

মোড়ক খুলুন সাবধানে

সাধারণত বাক্সের গায়েই নির্দেশ দেওয়া থাকে, কী ভাবে খুলতে হবে একেকটা গাছের প্যাকিং। গাছ উল্টে গেলে বা ভুল ভাবে টানাটানি করলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

সঠিক প্রস্তুতি

যদি এমন গাছ অর্ডার দিয়ে থাকেন, যেটা নিজেকে পুঁতে নিতে হবে, তা হলে গাছ আসার আগেই টব, মাটি, সার সব তৈরি করে রাখুন। গাছ পেলেই পুঁতে দিন। ভাল করে জল দিন।

পরিস্থিতি বুঝে জল দিন

মাটি প্রথমেই হাত দিয়ে দেখে নিন। খুব ঝুরঝুরে লাগলে তখনই অনেকটা জল দিয়ে দিন। যদি দেখেন, খানিক ভিজে ভাব রয়েছে, তা হলে অল্প জল দিন। প্রত্যেক গাছের আলাদা পরিমাণে জল প্রয়োজন। কিন্তু, অনেক দিন জল না পাওয়ার পর সব গাছকেই ভাল করে জল দেওয়া আবশ্যিক।

পাতার দেখাশোনা

পথে আসার সময়ে গাছের যদি কোনও পাতা শুকিয়ে যায় বা হলুদ হয়ে যায়, সেগুলি কেটে ফেলুন। নয়তো এই পাতাগুলিতে পুষ্টি জোগাতে দ্বিগুণ খাটতে হবে। তাতে গাছের সার্বিক বৃদ্ধি কমে যেতে পারে।

পোষ্যের কোন আচরণের কী অর্থ বুঝবেন

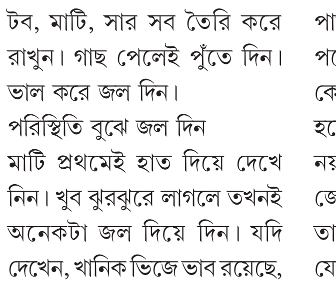

আদুরে ডাক কুঁইকুঁই, আর রেগে গেলে গর্রর! পোষ্য সারমেয়র এমন আচরণ ও ডাকের সঙ্গে কয়েক দিনেই পরিচিত হয়ে যান অভিভাবকরা। কিন্তু সব সময় কি সমস্ত ডাকের অর্থ বুঝতে পারেন সকলে? পোষা কুকুরেরা তাদের শারীরিক আচরণের মাধ্যমেই মালিকের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের চেষ্টা করে। তাই কোন আচরণের কী অর্থ, তা জেনে রাখা ভাল।

১) সারমেয়র আচরণে কোনও বদল হচ্ছে কি না সেটা অবশ্যই লক্ষ করা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় পোষ্য চিৎকার করেই চলেছে। রেগে যাচ্ছে সে। অথচ তার এ ভাবে ডাকাডাকির কোনও কারণই নেই। একবার হলে বিষয়টা এক রকম, কিন্তু বার বার এমনটা হলে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

২) কুকুরের আচরণে যে কোনও পরিবর্তনই উদ্বেগজনক। যদি দেখেন শান্তশিষ্ট পোষ্য যে গা ঘেঁষে থাকে, সে কাছে আসছে না। বাড়িতে অতিথি এলেও কৌতুহলে ছুটে যাচ্ছে না, বা খেলতে চাইছে না, তখন বুঝতে হবে পোষ্যের শরীর ভাল নেই অথবা সে কোনও আঘাত পেয়েছে। ৩) আদরের সারমেয়টির বসা বা হাঁটাচলায় কোনও বদল হচ্ছে কি না দেখতে হবে। হয়তো আদর করতে গেলেন, সে সরে গেল বা চিৎকার করে উঠল, তখন বুঝতে হবে গুরুতর কোনও শারীরিক সমস্যা হচ্ছে। দেরি না করে পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ৪) পোষ্য যদি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আপনার দিকে, তখন বুঝতে হবে সে আপনাকে পাশে চাইছে। সেই সময়ে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া বা দৃষ্টি সরিয়ে নিলে, সে ভাববে আপনি তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

৫) আপনাকে দেখেই যদি পোষ্য তার খেলনা নিয়ে আসে অথবা মুখে করে কিছু নিয়ে এসে আপনাকে দেয়, তা হলে বুঝতে হবে সে খেলতে চাইছে। সেই সময়ে আপনাকে ওর পাশে থাকতেই হবে। ৬) আগে হয়তো দেখতেন আপনি খাবার নিয়ে বসলেই আপনার পোষ্য ছুটে চলে আসত। নিজের পছন্দের খাবার দেখলেও লেজ নেড়ে চেখে দেখতে চাইত। কিন্তু ইদানীং হয়তো দেখছেন সে খেতে চাইছে না। পছন্দের খাবার দিলেও ফেলে দিচ্ছে। অথবা খাওয়ার পরেই বমি করে ফেলছে। এমন লক্ষণ দেখলে পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

জীবনানন্দ স্মরণে

অনুরাধা দাশগুপ্তা (শিলিগুড়ি)

সারাদিন ব্যস্ততায় কেটে যেতো তোমার দিন,
কখনো কেটে যেতো, রাত জাগা চোখে ক্লান্তির ছাপ।
সকল কাজের শেষে ঘুম আসে চোখে,
কিন্তু,কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দিতোনা তোমায়,
সাদা পৃষ্ঠা আর কলম।
তখন,মাটির পিঞ্জরে আমলকী,
দেবদারু আর দিঘীর কালো
নীরে দিয়েছ প্রেমের নির্জনতা,
বিরহ মিলন ব্যকুলতা.....
তখন হয়তো,গভীর রাতে বনলতার কাছে চাইতে মনের
বিশ্রাম আর একটু শান্তি,
হয়তো, লিখতে লিখতে হাত থেমে যেতো ক্লান্তির নয়নে--
আবার ‘বাংলার; কাঁচা কাঠে’ জ্বলে উঠতো তোমার কলম।
এখন সজল মরূদ্যানের বড্ড অভাব কবি.....
মন শূণ্য ঘর, ফুল শূণ্য ফুলদানি,
তুমি ছাড়া ‘দূর সাগরের শব্দ-
-শতাব্দীর তীরে এসে ঝরেনা’ আর.....
তুমি নেই, এই আকাশ তলে বয়ে গেলো অনেক বছর।
কিন্তু আজও ‘এই নীল আকাশের নীচে সোনার বর্শার মতো’
জেগে আছে একটি নীলাঞ্জনা রেখা..

বিচ্ছেদের আলাপন

সন্দীপ রায়

যেন হাজার রঙের ওড়না গায়ে
হাঁটছে আদিগন্ত সময় --
অনুভবের কনসার্ট বাজছে
বোগেনভেলিয়ার ঝুল বারান্দায়,
বাগেশ্রীর সুরে বিচ্ছেদের আলাপন।

সাদা পাতা ঘিরে আছে সূর্যমুখী বিলাপ
রাত জ্যোৎস্না মেতেছে রঙিলার বেশে।

এখন জৈষ্ঠ্য মাস
ভর দুপুরে পুকুর তোলপাড় শব্দ -
ঘাই মেরে ডুব দেয় গভীর জলের মাছ ,
আয়নার মুখোমুখি বসে
সময়ের ডালে বেঁধে রাখে সখের ঘুঙুর।

চাঁদ গলা চতুর্দশীর আলো মিশে যাচ্ছে
শিশির ভেজা ঘাসের ডগায় ,

যে চাদরে মুখ ঢেকেছে গত রাতে
এখন অবগুণ্ঠন খুলে
অতীতকে দূরে সরিয়ে রাখে এক লহমায়।

মডেলিং-এ পদক্ষেপ সুশোভন সোনু রায়ের, অভিনয়ের পাশাপাশি নতুন পেশা

সুশোভন, বাংলা টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির একজন মুখ, অভিনয়ের ক্ষেত্র থেকে মডেলিংয়ের গ্ল্যামারাস জগতে উত্তরণ করে একটি নতুন যাত্রা শুরু করেছেন। এই সাহসী পদক্ষেপটি কেবল তার কর্মজীবনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেনি বরং তাদের উৎসর্গ এবং রূপান্তরের সাথে অনেককে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই নতুন উদ্যোগে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য, সুশোভন একটি উল্লেখযোগ্য শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও গিয়েছিলেন এবং একটি চিত্তাকর্ষক ১৪ কিলোগ্রাম ওজন কমিয়েছিলেন। হলিডে ইন হোটেল, ডাবর, টাইটান আই, ভেলোসিটি আইওয়্যার, অ্যামাজন, স্পেন্সার্স, ক্যাম্পাস স্যু, বিগ বাজার, বায়োটিক এবং ফিয়ামা ডি উইলস-এর মতো বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলির সাথে সহযোগিতা করে মডেলিং শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছেন। তার আকর্ষণীয় চেহারা এবং তার অভিনয় অভিজ্ঞতা তাকে ফ্যাশন জগতে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

আনন্দময়ী মা, কোড়াপাখি, মোহর এবং তিতলির ইত্যাদির মতো জনপ্রিয় সিরিয়ালে তার ভূমিকার জন্য পরিচিত, সুশোভন সবসময় তার অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। যাইহোক, মডেলিংয়ে সাম্প্রতিক যাত্রা তার ক্যারিয়ারকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

টেলিভিশন অভিনেতা থেকে সফল মডেলে সুশোভনের যাত্রা অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রমের একটি অনুপ্রেরণামূলক গল্প। তার নতুন চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা তার বহুমুখিতা এবং প্রতিভার প্রমাণ।

ঝাড়খণ্ড সরকার তোষণের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে : অমিত শাহ

রাঁচি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ড সরকার তোষণের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে, হেমন্ত সোরেন সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির সঙ্কল্প পত্র প্রকাশ করার পর অমিত শাহ বলেছেন, 'ঝাড়খণ্ড সরকার তোষণের সব সীমা অতিক্রম করেছে। লোহারদাগায় কানওয়ারিয়াদের উপর হামলা করা হয়, রামনবমীতে কীর্তন ও ভজন নিষিদ্ধ করা হয়, রামনবমীর মিছিলে পাথর ছোড়া হয়, সাহেবগঞ্জে মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জামশেদপুরে 'হিন্দু ঝাড়খণ্ড ছোড়ো' স্লোগান ওঠে। আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। এখানে এমন আইনের শাসন থাকবে যেখানে যারা এ ধরনের কাজ করবে তাদের আইনের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে, কেউ এমন কাজ করতে সাহস পাবে না।'তিনি আরও বলেন, 'পেপার ফাঁস মাফিয়া তরুণদের ভবিষ্যত নষ্ট করে দিয়েছে। বিজেপি সরকার গঠন করুন এবং আমরা পেপার ফাঁস মাফিয়াদের শাস্তি দেব, অসমে বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে এবং এখন অসমে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়েছে।' অমিত শাহ বলেছেন, '"গোগো দিদি স্কিমের" অধীনে, মহিলাদের প্রতি মাসে ২১০০ টাকা দেওয়া হবে। দীপাবলি এবং রাখিবন্ধনে বিনামূল্যে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হবে এবং ৫০০ টাকায় সিলিন্ডার দেওয়া হবে। ঝাড়খণ্ডের যুবকদের জন্য ৫ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে।'

রবিবার ডিওয়াইএফের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়।

সুকমায় নকশালদের হামলায় আহত দুই পুলিশকর্মী, লুঠ রাইফেল

সুকমা, ৩ নভেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার একটি বাজারে নকশালরা হামলা চালায়। তাতে দুই পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। নকশালরা আহত পুলিশের সঙ্গে থাকা দুটি রাইফেল লুঠ করেছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, রবিবার সকালে সুকমা জেলার ওই বাজারে অতর্কিতে হামলা চালায় নকশালরা। সেখানে কর্তব্যরত দুজন পুলিশকর্মী কিছু বুঝে ওঠার আগেই নকশালরা পুলিশকর্মীদের আহত করে তাঁদের রাইফেল নিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

যমুনার জল এখনও দূষিত, কালিন্দী কুঞ্জে ভেসে বেড়াচ্ছে বিষাক্ত সাদা ফেনা

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান দিন দিন খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে, তার মধ্যে যমুনা নদীর জলও খারাপ হচ্ছে। কিছু দিন পরই ছটপুজো, তার আগে দিল্লিতে যমুনার জলে রবিবারও দূষণের দৃশ্য ধরা পড়ল। বিগত কয়েকদিনের মতো এদিনও দেখা যায়, যমুনার জল সাদা ফেনায় ঢেকে গিয়েছে। রবিবার সকালেও রাজধানী দিল্লি ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে যায়। বাতাসের গুণগতমানও খারাপ ছিল। এই দূষণের মধ্যেই যমুনা নদীর জলে দেখা গেল বিষাক্ত ফেনা। দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জ এলাকায় দেখা যায়, যমুনার জলে বিষাক্ত ফেনা ভেসে বেড়াচ্ছে। যা রীতিমতো উদ্বেগ ও চিন্তাজনক।

স্থানীয় প্রশাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না : অমিত শাহ

রাঁচি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): স্থানীয় প্রশাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহ বলেছেন, 'স্থানীয় প্রশাসন অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করায় বাংলায় অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি। ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি, কারণ স্থানীয় প্রশাসন অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করছে।'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'সর্বত্র বিএসএফ আছে, অসমেও বিএসএফ আছে... এখানে (ঝাড়খণ্ড) বিজেপি সরকার গঠন করুন। আমাদের পাটোয়ারী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী, সবাই তাদের শুধু আটকাবে না, নির্বাসনও দেবে।'

গৌরীকুন্ডে শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ হলো গৌরী দেবীর মন্দিরের দরজা

গুপ্তকাশী, ৩ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের গৌরীকুন্ডে অবস্থিত গৌরী দেবীর মন্দিরের দরজা রবিবার শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ হলো। আগামী ছয় মাসের শীতে পূজা শুধু গৌরী গ্রামেই হবে। উল্লেখ্য, এই উপলক্ষ্যে বিকেটিসি কর্মকর্তা কৈলাশ বাগওয়াদী, সম্পূর্নানন্দ গোস্বামী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, এদিন গৌরীকুন্ডে অবস্থিত গৌরী দেবীর মন্দিরের পাশাপাশি উত্তরাখন্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কেদারনাথ ধামও রবিবার সকালে ধর্মীয় রীতি মেনে শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ হয়েছে। উল্লেখ্য, কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন এই মন্দির বন্ধ হয়। এই উপলক্ষে মন্দিরকে ১০ কুইন্টাল ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এদিকে উত্তর কাশির যমুনোত্রী ধামও রবিবার দুপুরে বন্ধ হবে।

কেদারনাথে তীর্থযাত্রা নিরাপদ ও মসৃণ করার জন্য বিকেটিসি সভাপতিকে সম্মাননা

রুদ্রপ্রয়াগ, ৩ নভেম্বর (হি.স.): কেদারনাথ ধামে নিরাপদ যাত্রা এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য সুগম দর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য রবিবার বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির (বিকেটিসি) সভাপতি অজেন্দ্র অজয়কে সম্মানিত করা হয়। পাশাপাশি রুদ্রপ্রয়াগের জেলাশাসক ড. সৌরভ গহরওয়ার, পুলিশ সুপার অক্ষয় প্রহ্লাদ কোন্ডেকেও সম্মানিত করা হয়।

প্রসঙ্গত, উত্তরাখন্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কেদারনাথ ধাম রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় ধর্মীয় রীতি মেনে শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ হয়েছে। উল্লেখ্য, কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন এই মন্দির বন্ধ হয়। এই উপলক্ষে মন্দিরকে ১০ কুইন্টাল ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: বোর্নমাউথের কাছে হেরে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেল পেপ গুয়ার্দিওলার দল

ম্যানচেস্টার, ৩ নভেম্বর (হি. স.): বোর্নমাউথের মাঠে শনিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ২-১ গোলে হেরেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। সেই সঙ্গে বোর্নমাউথ পেল সিটির বিপক্ষে নিজেদের প্রথম জয়। আর এই হারে প্রিমিয়ার লিগে সিটির ৩২টি ম্যাচের অপরাজেয় যাত্রায় ছেদ পড়ল। আন্তো সেমেনিয়ো বোর্নমাউথকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে আরো একটি গোল করেন ইভানিলসন। এর ফলে বোর্নমাউথ এগিয়ে যায় ২-০ গোলে। ম্যাচের শেষ দিকে সিটির হয়ে ব্যবধান কমান ইয়োশকো ভার্দিওল। ঘরের মাঠে বোর্নমাউথ সিটিকে চমকে দিয়ে নবম মিনিটে মিলোশ কেরকেজের কাছ থেকে বল পেয়ে জাল খুঁজে পান সেমেনিয়ো। ৬৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় বোর্নমাউথ। কেরেকেজের দারুণ নিচু ক্রসে চমৎকার গোল করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ইভানিলসন।

প্রিমিয়ার লিগে প্রথম হারে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে সিটি। ১০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৩। এদিন ব্রাইটনকে ২-১ গোলে হারানো লিভারপুল উঠে গেছে শীর্ষে। তাদের পয়েন্ট ২৫।

নিউক্যাসলের কাছে হেরে শিরোপার দৌড় থেকে পিছিয়ে পড়ছে আর্সেনাল

লন্ডন, ৩ নভেম্বর (হি.স.): দাপটের সঙ্গে প্রিমিয়ার লিগের মরসুমটা শুরু করেছিল আর্সের্নাল। কিন্তু পরপর তিনটে ম্যাচে হেরে শিরোপার দৌড় থেকে পিছিয়ে পড়ছে তারা। যাদের সঙ্গে তাল রেখে লড়াই চলছিল সেই লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটির থেকে পিছিয়ে পড়েছে আর্সেনাল। বোর্নমাউথের পর এবার তারা হারের স্বাদ পেল নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষেও। শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছে আর্সেনাল। পুরো ম্যাচে লড়াই করেও ১২ মিনিটে অ্যালেক্সান্ডার ইসাকের করা গোলটি শোধ করতে পারেনি মিকেল আর্তেতার দল আর্সেনাল। প্রতিপক্ষের মাঠ জেমস পার্কে তাদের চেষ্টার কমতি ছিল না। ৬৪ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ১০টি শট নিলেও জালের দেখা পায়নি তারা।

১০ ম্যাচে ৫ জয় ও ৩ ড্রয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে আর্সেনাল। এক ম্যাচ কম খেলে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ম্যানসিটি আর ২২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে লিভারপুল।

কলকাতায় পরিষ্কার আকাশ, আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি.স.): রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মোটের ওপর শুষ্কই থাকবে।

আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই সেভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। রবিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি এবং ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে।

হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে। কিছু জায়গায় তাপমাত্রার তারতম্য ও বাতাসে কিছু জলীয় বাষ্প থাকার ফলে সকালে কুয়াশা তৈরি হবে। রবিবার কলকাতার আকাশ মেঘমুক্ত থাকবে।

বেলার দিকে কিছুটা মেঘলা হতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমায় আর্দতাজনিত অস্বস্তি কমবে।

শীতের মরশুমের জন্য রবিবার থেকে বন্ধ থাকবে কেদারনাথ ধাম ও যমুনোত্রী ধামের দরজা

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): কেদারনাথ ধাম এবং যমুনোত্রী ধামের দরজা যথোচিত ধর্মীয় রীতি মেনে শীতকালীন মরশুমের জন্য রবিবার থেকে বন্ধ হবে। উভয় ধামের দরজা বন্ধ করার প্রক্রিয়া এদিন ভোরেই শুরু হয়।

জানা গেছে, রবিবার ভোর ৪টা থেকে কেদারনাথ ধামের দরজা বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এদিন বাবা কেদারনাথের ডোলি ওমকারেশ্বর মন্দির, উখিমঠের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। অন্যদিকে, রবিবার ভাইফোঁটার দিনেই যমুনোত্রী ধামের দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে শীতের মরশুমের জন্য। শীতকালীন মরশুমের জন্য খারসালি গ্রামে অবস্থিত যমুনা মন্দিরে যমুনাজীর বিগ্রহ থাকবে। উল্লেখ্য, শনিবার চারধামের অন্যতম গঙ্গোত্রী ধামও যথোচিত ধর্মীয় রীতি মেনে শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

ভাইফোঁটায় শুভেচ্ছা জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব

ভোপাল, ৩ নভেম্বর (হি.স.): রবিবার ভাইফোঁটা। সেই উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব।সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক প্রগাঢ় করে ভাই ফোঁটা।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: দারুণ জয়ে শীর্ষে আর্না স্লটের দল

লিভারপুল, ৩ নভেম্বর (হি. স.): অ্যানফিল্ডে শনিবার রাতে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের বিপক্ষে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলে জিতেছে লিভারপুল।তিন মিনিটের মধ্যে দু'দুটি গোল করে দারুণ জয় তুলে নিল আর্না স্লটের দল। সেই সঙ্গে উঠে এলো প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে।

ব্রাইটনকে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে দেন ফের্দি কাদিওলু। দ্বিতীয়ার্ধে সেই গোল শোধ করেন লিভারপুলের কোডি হাকপো। এরপর জয়ের ব্যবধান গড়ে দেন মোহামেদ সালাহ।

ম্যাচের চতুর্দশ মিনিটে বক্সে ড্যানি ওয়েলবেকের কাছ থেকে বল পেয়ে জোরাল শটে গোল করে তুরস্কের মিডফিল্ডার কাদিওলু ব্রাইটনকে এগিয়ে দেন।৬৯তম মিনিটে সমতায় ফেরে লিভারপুল। কোডি হাকপোর ক্রসে ব্রাইটনের এক ডিফেন্ডারের মাথা ছুঁয়ে বল চলে যায় জালে। এই গোলেরদুই মিনিট পরই পাল্টা আক্রমণে উঠে কার্টিস জোন্স পাস দেন সালাহকে। বক্সে ঢুকে প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারেকে কাটিয়ে গোল করেন এই মিশরীয় ফরোয়ার্ড।১০ ম্যাচে ৮ জয় ও এক ড্রয়ে লিভারপুলের পয়েন্ট এখন ২৫। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ৭ নম্বরে আছে ব্রাইটন।

সেতু থেকে নদীতে গাড়ি পড়ে মৃত দুই, আহত এক

বাঁশওয়াড়া, ৩ নভেম্বর (হি.স.): শনিবার রাতে রাজস্থানের উদয়পুর বাঁশওয়াড়া সড়কের চিড়িয়াবাসা গ্রামে সেতু থেকে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যায়। গাড়িতে থাকা তিনজনের মধ্যে মৃত্যু হয় দুই যুবকের। আরেকজন আহত হয়েছেন। উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা একটি ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটিকে নদী থেকে উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে গাড়িটি চিড়িয়াবাসা গ্রামের সেতুর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যায়। এতে ময়ূর টেলর ও রাজেশ কালালের মৃত্যু হয়। ঈশান জৈন আহত হয়েছেন। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

রবিবার ঝাড়খণ্ডে বিজেপির সঙ্কল্পপত্র প্রকাশ করবেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সঙ্কল্পপত্র (ইস্তেহার) প্রকাশ করবেন। এর পাশাপাশি তিনি এদিন ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলা-সহ তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের তিনটি জনসভায় ভাষণ দেবেন।

উল্লেখ্য, শনিবার রাতেই রাঁচিতে পৌঁছেছেন অমিত শাহ। প্রসঙ্গত, ঝাড়খণ্ডের ৮১ সদস্যের বিধানসভা আসনের জন্য ১৩ এবং ২০ নভেম্বর দু''দফায় ভোট হবে।

গঙ্গা উৎসব - ২০২৪ এর সূচনায় মেয়র, রাজপথে হাঁটলেন নাগরিক সচেতনতায়

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : আদি গঙ্গা পরিষ্কার ও নাগরিকদের অঙ্গীকার - শীর্ষক পদযাত্রাতে সামিল আমজনতা। কলকাতার মহানাগরিক এই উপলক্ষে আয়োজিত গঙ্গা উৎসব - ২০২৪ এর সূচনা করেন। এই পদযাত্রাতে মহানাগরিকের সঙ্গে রাজপথে হাঁটলেন নয় নম্বর বোরো''র চেয়ারপার্সন দেবলীনা বিশ্বাস। মূলতঃ তার নেতৃত্বে এই সচেতনতা মিছিল। গঙ্গায় নোংরা - আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে, এই ছিল মূল বক্তব্য। এতে সামিল হয়েছেন সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা - ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা। প্রধানতঃ রাজ্যস্তরের শাখা। উল্লেখ্য, নিম্নচাপের দরুণ একটানা বৃষ্টিতে নদীতে জলস্তর বাড়তে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই জোয়ারের জলের স্তর বাড়বে আশঙ্কাতে কলকাতা শহর সংলগ্ন লক গেট বন্ধ রাখা হয়। আদিগঙ্গায় জল বাড়ে ও জলমগ্ন হয়ে পড়ে কালিঘাট মন্দির সংলগ্ন আশপাশের অন্যান্য এলাকা। উদ্বেগও ছড়িয়ে পড়ে সঙ্গত কারণেই। সেই সুবাদে পলি তোলার পাশাপাশি চলছে ড্রেজিং এর কাজ। ভাই ফোঁটার দিন সকালে সচেতনতা অভিযান সামনে রেখে বের হয় এক মিছিল। সংক্ষিপ্ত এক অনুষ্ঠানে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও কমিশনার ধবল জৈন এবং টালিনালার ভারপ্রাপ্ত ডিজি অমিতাভ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। গাছের চারা তাদের হাতে তুলে দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান - স্লোগান দিয়ে জনসমক্ষে বার্তা দিয়েছে কলকাতা পুরসভা।

পঞ্জাবে হাওড়া মেলে বিস্ফোরণ, আহত কমপক্ষে ৪ জন যাত্রী

অমৃতসর, ৩ নভেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবের অমৃতসর থেকে হাওড়াগামী হাওড়া মেলে বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল। শনিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্জাবের সিরহিন্দ রেলস্টেশনের কাছে। বিস্ফোরণের ঘটনায় এক মহিলা-সহ চার যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।ট্রেনটি অমৃতসর ছেড়ে ফতেগড় জেলার সিরহিন্দ স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছতেই একটি অসংরক্ষিত কামরায় বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্কিত হয় পড়েন যাত্রীরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশ (জিআরপি) এবং রেলের শীর্ষ কর্তারা। জিআরপি-র ডেপুটি পুলিশ সুপার জগমোহন সিং জানিয়েছেন, ট্রেনের অসংরক্ষিত কামরায় বিস্ফোরণ হয়েছে। বিস্ফোরণে চার যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে ফতেগড় সাহিব সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। প্লাস্টিকের একটি বালতিতে আতশবাজি ছিল, তাতেই এই বিস্ফোরণ হয়েছে।

অন্ধ্রে ধৃত মরিগাঁও কারাগারের তৃতীয় ফেরার কয়েদি, পলাতক আরও দুই

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের মরিগাঁও জেলা কারাগার থেকে পলাতক পাঁচের মধ্যে তৃতীয় কয়েদি মহম্মদ জিয়ারুল ইসলামকে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলার সুলুরুপেটা এলাকায় গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশ।

রাজ্য পুলিশের জনৈক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে গত কয়েকদিন ধরে তিরুপতি জেলার সুলুরুপেটা এলাকায় মরিগাঁও জেলা (অসম) পুলিশের এক দল অবস্থান করছিল। পদস্থ জনৈক আধিকারিকের নেতৃত্বে অবস্থানকারী আসাম পুলিশ তিরুপতি জেলা পুলিশের সহায়তায় জিয়ারুলকে সুলুরুপেটা থেকে গ্রেফতার করেছে।

মিকিরভেটা থানায় রুজুকৃত একটি পোকসো মামলায় সাজা ভোগ করছে শোণিতপুর জেলাধীন মিসামারি থানা এলাকার কালাকুচি গ্রামের বাসিন্দা জিয়ারুল ইসলাম। এর আগেও জেল থেকে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল জিয়ারুল। গত ১১ অক্টোবর ভোররাত প্রায় দুটো নাগাদ অন্য চার কয়েদি যথাক্রমে সাইফ উদ্দিন, নুর ইসলাম, মফিদুল এবং আব্দুল রশিদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল জিয়ারুল ইসলাম। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে 'দ্য প্রটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেনসেস অ্যাক্ট ২০১২' (পোকসো)-এর অধীনে অভিযোগ রয়েছে।

এদের মধ্যে গত ১৪ অক্টোবর পলাতক এক কয়েদি আব্দুল রশিদের মৃতদেহ উদ্ধার হয় লাহরিঘাটের দেবাগুড়ি বিলে। জেল-পলাতক আব্দুল রশিদের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, কীভাবেই-বা বিলে তার দেহ এসেছে, এ ধরনের নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পুলিশের তদন্ত চলছে। এছাড়া মফিদুল ইসলামও পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। তবে পলাতক কয়েদি সাইফ উদ্দিন এবং নুর ইসলামকে পাকড়াও করতে পুলিশি তদন্ত চলছে।

দুর্বারপল্লীতে ভাইফোঁটার আনন্দ ভাগ করে নিলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক

ঘাটাল, ৩ নভেম্বর(হি.স.): সমাজের বঞ্চনার শিকার ঘাটালের দুর্বারপল্লীর মহিলাদের কাছে ভাইফোঁটা উৎসবের দিনে ভাই হিসেবে উপস্থিত হলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস। পরিবার ও সমাজ থেকে দূরে থাকা এই মহিলাদের জীবনে একটু আনন্দের পরশ এনে দিতে রবিবার সকালে মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস এবং ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির ঘাটাল শাখার সদস্যরা বিভিন্ন উপহার সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে যান দুর্বারপল্লীতে।

অনুষ্ঠানে সুমন বিশ্বাসকে রীতি মেনে ফোঁটা দিয়ে বরণ করেন দুর্বারপল্লীর মহিলারা। সুমন বিশ্বাস বলেন, "এই বিশেষ দিনগুলোতে এঁরা পরিবারের কথা ভেবে আবেগে ভাসেন। তবু সামাজিক বয়কটের কারণে পরিবারের কাছে পৌঁছতে পারেন না। আমি চার বছর ধরে চেষ্টা করছি ভাইফোঁটার দিনে তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের ভাইয়ের ভালোবাসা পৌঁছে দিতে। আশা করি, এই ছোট্ট মুহূর্তগুলো তাঁদের কিছুটা আনন্দ দেবে।"

এই আয়োজনে রেডক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকেও পোশাক এবং অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মহকুমা শাসক ও রেডক্রসের এই উদ্যোগে দুর্বারপল্লীর মহিলাদের জন্য কিছুটা হলেও নতুন আশার সঞ্চার হয়, যা তাঁদের জন্য এই বিশেষ দিনটিকে একটু হলেও অর্থবহ করে তোলে।

খড়িগাছিতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসব পালিত

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : খড়িগাছিতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাৎসরিক মহোৎসব পালিত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার খড়িগাছি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে দু''দিন ব্যাপী ৪৮তম বাৎসরিক মহোৎসব চলছে। উল্লেখ্য, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ভাবধারায় সেবা ও আদর্শের বার্তা''কে সামনে রেখে জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে এবং এলাকার মানুষের উন্নয়নে সোনারপুর স্টেশন থেকে অল্প দূরত্বে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এদিকে, এই উৎসবে আশপাশের এলাকা থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষের সমাগম ঘটে। সকাল থেকে চলে গীতা পাঠ, বৈদিক শান্তি যঞ্জ। অসহায় মানুষদের বস্ত্র ও কম্বল বিতরণ সহ নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। খড়িগাছি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী চন্দনানন্দ মহারাজ এই প্রসঙ্গে বলেন, বছরভর মানুষের সেবায় নানা কাজ করে থাকেন তারা। অসহায় পরিবারের পাশাপাশি গরিব বাচ্চারাও এখানে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনা করতে পারে। এছাড়াও মায়েদের বিভিন্ন রকমের স্বনির্ভর প্রকল্প যেমন সেলাই, হস্তশিল্প সহ নানা বিষয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। বাচ্চাদের জন্য ক্যারাটে শেখানোরও ব্যবস্থা রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রবীণতম সন্ন্যাসী স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ ভক্তদের দীক্ষা প্রদান করেন।তিনি বলেন, আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ মানুষের মধ্যে জাগরণ চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভারত আবার জাগবে। শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের দেখানো সেই পথেই আজও সেই লক্ষ্যে অবিচল। যাতে সেবা আদর্শ দিয়ে আগামীদিনে সমাজকে একত্রীকরণ করা এবং সমাজের প্রতিটি কোণায় সেবা ও আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

খড়িগাছিতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসব পালিত

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : খড়িগাছিতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাৎসরিক মহোৎসব পালিত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার খড়িগাছি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে দু''দিন ব্যাপী ৪৮তম বাৎসরিক মহোৎসব চলছে। উল্লেখ্য, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ভাবধারায় সেবা ও আদর্শের বার্তা''কে সামনে রেখে জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে এবং এলাকার মানুষের উন্নয়নে সোনারপুর স্টেশন থেকে অল্প দূরত্বে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এদিকে, এই উৎসবে আশপাশের এলাকা থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষের সমাগম ঘটে। সকাল থেকে চলে গীতা পাঠ, বৈদিক শান্তি যঞ্জ। অসহায় মানুষদের বস্ত্র ও কম্বল বিতরণ সহ নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। খড়িগাছি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী চন্দনানন্দ মহারাজ এই প্রসঙ্গে বলেন, বছরভর মানুষের সেবায় নানা কাজ করে থাকেন তারা। অসহায় পরিবারের পাশাপাশি গরিব বাচ্চারাও এখানে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনা করতে পারে।

আদিবাসী গ্রামে ভাইফোঁটা দিয়ে আবেগমাখা মুহূর্তে বিধায়িকা অগ্নিমিত্র পাল

হীরাপুর, ৩ নভেম্বর (হি.স.): প্রত্যেক বছরের মতো এবারও আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়িকা অগ্নিমিত্র পাল হীরাপুরের এক আদিবাসী গ্রামে ভাইফোঁটা দিতে এসে আবেগঘন মুহূর্ত কাটালেন। গ্রামের বাসিন্দাদের গণভাইফোঁটা দিয়ে, মিষ্টিমুখ করিয়ে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের সঙ্গে নাচের আসরে অংশ নেন তিনি। অগ্নিমিত্র পাল জানান, এই গ্রামের দাদা-ভাইদের প্রতি তার টান বিশেষ এবং প্রতি বছর তাদের ভাইফোঁটা দেওয়ার জন্যই এখানে আসেন।
বিধায়িকা আরও বলেন, "আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ। এখানকার মাটির ঘরগুলিতে কারুকার্য করে সজ্জিত করার শৈল্পিকতা আমাকে সবসময় আকর্ষণ করে।"
এদিকে, গ্রামের মহিলা বাসিন্দারা অগ্নিমিত্র পালের এই সফরে অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের বক্তব্য, "অগ্নিমিত্র পাল আমাদের গ্রামে এসে ভাইফোঁটার এক ভিন্নতর আনন্দের মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। তার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা সত্যিই খুশি।"
অগ্নিমিত্র পালের এই গ্রামে আসা কেবলমাত্র ভাইফোঁটার জন্য নয়, বরং এটি আদিবাসী সমাজের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্করে প্রমাণও বহন করে।

ট্রাক হাইজ্যাক কাণ্ড : ধৃত ইলিয়াস ও আতাবুরের ঘর থেকে বাজেয়াপ্ত মোট ৯৯ প্যাকেট লঙ্কাগুঁড়ো

মরিগাঁও (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবার (২ নভেম্বর) ভোররাতে মরিগাঁও জেলান্তর্গত মৈরাবাড়ির রাজপথে প্রায় এক কোটি টাকার লঙ্কাগুঁড়ো এবং অন্য পণ্য-বোঝাই একটি ট্রাক হাইজ্যাক হয়েছিল। এর পর তদন্ত-অভিযানে নামে জেলা পুলিশ। অভিযানে নেমে মৈরাবাড়ি থানার পুলিশ উদ্ধার করে লুটকৃত মোট ৯৯টি লঙ্কাগুঁড়োর প্যাকেট।
গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজ রবিবার ভোররাতে ট্রাক হাইজ্যাক কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে দুই দুর্বত্ত মৈরাবাড়ি থানার অন্তর্গত উরুলকটা গ্রামের জনৈক আতাবুর রহমান এবং গুনাইবড়ি গ্রামের বাসিন্দা ইলিয়াস রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের প্রদত্ত বয়ানের ওপর ভিত্তি করে পুলিশ ধৃত দুজনের বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে ইলিয়াসের ঘর থেকে ৬৫ বস্তা এবং আতাবুরের ঘর থেকে ৩৪ বস্তা লঙ্কাগুঁড়ো উদ্ধার হয়েছে।
পণ্যবাহী ট্রাক হাইজ্যাকের সঙ্গে জড়িত আরও দুর্বৃত্তকে ধরতে এবং লুটের পণ্য সামগ্রী উদ্ধার করতে তদন্ত-অভিযান চলছে পুলিশের।

বিরাটের ব্যাট নিয়ে খেললেন আকাশ, কোহলির মতোই রান আউট বাংলার পেসার !

মুম্বই টেস্টে ভারতের দুই ব্যাটার রান আউট হলেন। বিরাট কোহলি এবং আকাশ দীপ। প্রথম জন নিজের ব্যাট নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন। দ্বিতীয় জন মাঠে নামার পর বিরাটের ব্যাট চেয়েছিলেন। সেই ব্যাটে রান করতে পারলেন না। প্রথম জনের মতো তিনিও রান আউট হয়ে গেলেন।শুক্রবার বিকেলে রান আউট হয়েছিলেন বিরাট। তাঁর সেই আউট হওয়ার ধরন নিয়ে শুরু হয়ে যায় বিস্তর সমালোচনা। যে সময় দিনের খেলার মাত্র কয়েক ওভার বাকি, সেই সময় কেন তিনি ঝুঁকিপূর্ণ রান নিতে গেলেন তা বোঝা কঠিন। ৬ বলে ৪ রান করে রান আউট হয়ে যান তিনি। যে ভাবে রান নিতে গিয়ে আউট হন বিরাট, তাতে ওই ভাবে উইকেট দেওয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্তই। ভারতকে অনেক বেশি চাপে পড়তে হয় বিরাট আউট হতে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুরাতন মালদায় যুবক খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার

মালদা, ৩ নভেম্বর(হি.স.): রবিবার পুরাতন মালদায় রবি মণ্ডল নামে এক যুবককে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত কৈলাস দাসকে গ্রেফতার করেছে মালদা থানার পুলিশ। অভিযুক্ত কৈলাস দাস, যিনি মৃত যুবকের দিদির শ্বশুর, শনিবার সাহাপুর এলাকায় এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটানোর পর গা ঢাকা দেন। তবে পুলিশের একটি বিশেষ টিম অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে মালদা থানা এলাকা থেকে আটক করে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কৈলাস দাসের বাড়ি পুরাতন মালদা এলাকায়। রবিবার তাঁকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয় এবং পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়।
এই খুনের ঘটনার বিষয়ে কৈলাস দাস জানান, রবি মণ্ডল এবং তাঁর বোনের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। তিনি তাঁদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে গেলে রবি তাঁকে আক্রমণ করতে আসে। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে রবিকে আঘাত করেন। তাঁর দাবি, তিনি কখনও ভাবেননি যে এই আঘাতেই রবির মৃত্যু হবে।
পুলিশ এই ঘটনায় আরও তদন্ত চালাচ্ছে এবং জানতে চাইছে খুনের পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা। অভিযুক্তের বক্তব্য অনুযায়ী এটি একটি আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ ছিল বলে দাবি করলেও পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

গণ ভাইফোঁটায় ১২৯ জনকে মিষ্টিমুখ, মন্মথপুরে প্রণব মন্দিরে বিপুল সাড়া

মন্মথপুর, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মন্মথপুরে গণ ভাইফোঁটায় বিপুল সাড়া। নিজের ভাই নেই এমন বোন ও নিজের বোন নেই এমন ভাই - তাদের মধ্যে কেউ যেন বাদ না পড়ে এই ছিল অঙ্গীকার। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও মন্মথপুর প্রনব মন্দিরের উদ্যোগে গণ ভাই ফোঁটার আয়োজন করা হয় মন্দির প্রাঙ্গণেই। রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরো এলাকা জুড়ে ভাই-হীন বোনদের মনে হাসি ফোটাতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এমন ব্যবস্থাপনা। বরেণ্য প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রনবানন্দজী মহারাজের ১২৯তম গৌরবময় আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে ১২৯ জন ভাই হীন বোন এবং বোন হীন ভাইয়ের উপস্থিতিতে এই মহতী মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। মন্মথপুর প্রনব মন্দিরের এই মহতী অনুষ্ঠানে ভাইফোঁটার রীতি নীতি ও সংস্কার মেনে ভাইদের কপালে বোনেরা ফোঁটা দিয়ে তাঁদের মিষ্টি মুখ করাতে ব্যস্ত, এই ছবিটি অনন্য। সামগ্রিক উপাচার হিসাবে বোনেরা ভাইদের প্রত্যেককে "শ্রীকৃষ্ণ" - বই তুলে দেয়। অন্যদিকে, ভাইয়েরা বোনেদের হাতে "নবদূর্গা" - বই উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই মহতী অনুষ্ঠানে ভাই ও বোনেদের সঙ্গে তার মা বাবা"রা যারপরনাই খুশি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলাহাট থানার রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজননগর গ্রামে গণ ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানটি হয়।

রাজভবনে রাজ্যপালের ভাইফোঁটা, তৃতীয় লিঙ্গ ও অ্যাসিড আক্রান্তদের প্রতি সহমর্মিতা

কলকাতা, ৩ নভেম্বর(হি.স.): এবারের ভাইফোঁটায় ব্যতিক্রমী উদাহরণ সৃষ্টি করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রবিবার তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, অ্যাসিড আক্রান্ত ব্যক্তি ও যৌনকর্মীদের কাছ থেকে ফোঁটা নিয়ে তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেন তিনি। রাজভবনের এই অনুষ্ঠানে তাঁকে রীতি মেনে বরণ করা হয় এবং তাঁকে ফোঁটা দিয়ে প্রণাম করেন আমন্ত্রিতরা। রাজ্যপালও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ফিরতি উপহার দেন।
অনুষ্ঠানে নাচ, গান এবং কবিতা পাঠের মাধ্যমে বিশেষ এই দিনটি উদযাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠান থেকেই রাজ্যপাল তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ও অ্যাসিড আক্রান্তদের অধিকারের জন্য পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। তিনি জানান, তাঁদের সমান অধিকার রক্ষায় রাজভবন সর্বদা তাঁদের পাশে থাকবে এবং তাঁর দরজা তাঁদের জন্য সবসময় খোলা থাকবে।
রাজ্যপাল বলেন, 'রাজ্যে মহিলাদের অধিকার রক্ষার্থে রাজ্য সরকার, রাজভবন, ও এনজিওদের যৌথভাবে কাজ করতে হবে।'
অনুষ্ঠানে উপস্থিত তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধি তাঁদের অসুবিধার কথা তুলে ধরে বলেন, "আমরা এই রাজ্যে ভালো নেই। আমাদের অধিকার রক্ষায় রাজ্য সরকার উদাসীন। যেখানে মহিলাদের সম্মান রক্ষা হয় না, সেখানে আমাদের অবস্থা আরও খারাপ।" তাঁদের বক্তব্য শুনে রাজ্যপাল তাঁদের পাশে থেকে তাঁদের অধিকারের জন্য কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

সবুজ বাঁচানোর অঙ্গীকার, ভাইদের মঙ্গল কামনায় গাছে ফোঁটা দিল বোনেরা

জলপাইগুড়ি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। কারও ভাই নেই। কারও আবার থাকলেও যোগাযোগ রাখে না। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সকালে ভাইদের মঙ্গল কামনায় জলপাইগুড়ির অনুভব হোমের মেয়েরা ফোঁটা দিল গাছে। পারিবারিক বন্ধন রক্ষার সঙ্গেই ফোঁটার মাধ্যমে সবুজ বাঁচানোর বার্তা দিল তাঁরা। এই হোমেই ১২ বছর রয়েছে এক কিশোরী। মা জেলে। দাদা অসমে কাজের সূত্রে থাকে। ভাইফোঁটায় দেখা হয় না তাদের। তাই গাছে ফোঁটা দিয়ে দাদার মঙ্গল কামনা করল বোন।

ঝাড়খণ্ড ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির প্রথম সমাবর্তন ১৫ নভেম্বর

রাঁচি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ড ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হতে চলেছে ১৫ নভেম্বর। উল্লেখ্য, ওইদিনই রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ড. ডি কে সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঝাড়খণ্ড ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির ২১তম কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয় বলে জানা গেছে।

যমুনোত্রী মন্দিরের দ্বারও বন্ধ হয়ে গেল, ধর্মীয় মর্যাদায় অনুষ্ঠিত পূজার্চনা

উত্তরকাশি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): চারধামের অন্যতম যমুনোত্রী ধামও রবিবার বন্ধ হয়ে গেল। এদিন যথোচিত ধর্মীয় রীতি মেনে শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ হয়ে গেল যমুনোত্রী ধাম। মন্দির বন্ধ হওয়ার আগে এদিন বিশেষ পূজার্চনাও করা হয়। এই উপলক্ষে মন্দির ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। অপরূপ সৌন্দর্য্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল যমুনোত্রী মন্দির। শনিবারই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল গঙ্গোত্রী মন্দির। রবিবার ভাইফোঁটার দিন সকালে রুদ্রপ্রয়াগের কেদারনাথ ধাম বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর এদিনই উত্তরকাশির যমুনোত্রী ধামের দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সদস্যের বাড়িতে বোমাবাজি, চাঞ্চল্য বসিরহাটের তেঘরিয়া গ্রামে

বসিরহাট, ৩ নভেম্বর (হি.স.): বসিরহাট মহকুমার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মৃত্যুঞ্জয় কর্মকারের বাড়িতে দুষ্কৃতীদের বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিয়া গ্রামের ঘটনা। এই ঘটনার জেরে রবিবার সকাল থেকেই থমথমে এলাকা, আতঙ্কে গ্রামবাসী। অভিযোগ, শনিবার রাতের অন্ধকারে মৃত্যুঞ্জয় কর্মকারের বাড়ির বাইরে দুষ্কৃতীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। বারবার হামলার মুখে পড়ায় তৃণমূল সদস্য ও তাঁর পরিবার চরম আতঙ্কে রয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বসিরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও মৃত্যুঞ্জয় কর্মকারকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল, যা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা চাইছেন, পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক। মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার একসময় বসিরহাটের প্রভাবশালী বিজেপি নেতা ছিলেন, তবে পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। তাঁর মা গীতা কর্মকার জানান, এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাঁদের পরিবারকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। প্রতিবেশী চম্পা কর্মকারও এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এই ধরনের ঘটনার ফলে গ্রামে সুরক্ষার অভাব দেখা দিয়েছে এবং গ্রামবাসীর মধ্যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তেঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দারা এখন দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে এবং এলাকায় শান্তি বজায় থাকে।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার, ছড়ালো চাঞ্চল্য

মুর্শিদাবাদ, ৩ নভেম্বর (হি.স.): মুর্শিদাবাদে এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো! মুর্শিদাবাদের কান্দির কুমারসন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজয়নগর গ্রামের ঘটনা। সেখানকার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আলিমুল হকের বাড়ির দোতলার উপরে থাকা বাথরুমের ভিতরে ছিল বোমাগুলি। যা রবিবার উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কান্দি থানার পুলিশ। বোমা উদ্ধারের প্রেক্ষিতে তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

নমস্তে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিসবেন পৌঁছেই টুইট এস জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন পৌঁছলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। রবিবার ব্রিসবেন পৌঁছনোর পর এক্স মাধ্যমে টুইট করে তিনি লেখেন, 'নমস্তে অস্ট্রেলিয়া। ব্রিসবেন পৌঁছলাম।' বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ৭ নভেম্বর পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া থাকবেন। এরপর ৮ নভেম্বর তিনি যাবেন সিঙ্গাপুরেও। অস্ট্রলিয়া সফরের সময় তিনি ব্রিসবেনে যাবেন এবং অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের চতুর্থ কনস্যুলেট উদ্বোধন করবেন। ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ওং-এর সঙ্গে ১৫-তম বিদেশমন্ত্রীর ফ্রেমওয়ার্ক ডায়ালগের সহ-সভাপতিত্ব করবেন জয়শঙ্কর। সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে, ৮ নভেম্বর সরকারি সফরে সিঙ্গাপুরে যাবেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর।

শান্তিপুরে মহিষখাগি মাতার নিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে শুরু কালী প্রতিমা বিসর্জন

শান্তিপুর, নদীয়া, ৩ নভেম্বর (হি.স.): রবিবার নদীয়ার শান্তিপুরে মহিষখাগি মাতার নিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে কালী প্রতিমা বিসর্জন উৎসবের সূচনা হয়েছে। এদিন অগণিত ভক্তের কাঁধে করে মাতা মহিষখাগি নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নিরঞ্জন ঘাটে পৌঁছান, আর তার মাধ্যমেই শুরু হল শান্তিপুরের বিভিন্ন বাড়ি ও মন্ডপের কালী প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা।
নিরঞ্জন ঘাটে উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুর বিধানসভার বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী, শান্তিপুর পৌরসভার পৌরপিতা সুব্রত ঘোষ এবং পৌরসভার কাউন্সিলর ও সরকারি আধিকারিকেরা। ভক্তদের সুষ্ঠুভাবে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য শান্তিপুর পৌরসভার তরফে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
নিরঞ্জন ঘাটে পুলিশি নিরাপত্তার পাশাপাশি শান্তিপুর পৌরসভা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে, যেখানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ ভিড় সামাল দিতে এবং বড় প্রতিমাগুলি বিসর্জনের জন্য ঘাটে ক্রেনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।
বিসর্জন উপলক্ষে শান্তিপুরের রামনগর এলাকার নিরঞ্জন ঘাটে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে, যেখানে উৎসাহী জনতা মহিষখাগি মাতার বিসর্জন দেখার জন্য ঘাটে ভিড় জমিয়েছেন। শান্তিপুরের এই বিশেষ উৎসবের প্রথা এবং ধর্মীয় আবেগকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

মালদা সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানদের মঙ্গল কামনায় ভাইফোঁটা

মালদা, ৩ নভেম্বর (হি.স.): রবিবার ভাইফোঁটার পবিত্র দিনে মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মহদীপুর বিওপি-তে ৭০ নম্বর বিএসএফ ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানদের কপালে ফোঁটা দিয়ে তাঁদের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করলেন দক্ষিণ মালদা বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যারা। সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত এই সাহসী জওয়ানদের জন্য আয়োজন করা হয় বিশেষ এই অনুষ্ঠানের, যেখানে তাদের কপালে ফোঁটা দেওয়ার পাশাপাশি মিষ্টিমুখও করানো হয়।
বিএসএফের মহিলারাও এই অনুষ্ঠানে জওয়ানদের কপালে ভাইফোঁটা দেন। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠানে পবিত্রতা ও ভক্তি পূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। সীমান্তে প্রতিনিয়ত দেশের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করা জওয়ানদের জন্য এই বিশেষ দিনের মঙ্গল কামনা করে অনুষ্ঠানে আরও বেশি আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়।
দক্ষিণ মালদা বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যারা জানান, বিএসএফ জওয়ানরা দিনরাত দেশের সীমান্তে পাহারা দিয়ে জাতিকে সুরক্ষিত রাখেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এই উদ্যোগ।

রায়পুরে ২৬ নভেম্বর ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির সাধারণ সভা

রায়পুর, ৩ নভেম্বর (হি.স.): ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি জেলা শাখার কার্য্যনির্বাহী সমিতি গঠনের জন্য সাধারণ সভা ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
জানা গেছে, সকাল ১১টায় রায়পুরে কালেক্টর কমপ্লেক্স-এ রেড ক্রসের সভাগৃহে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। পূর্বনির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী পৃষ্ঠপোষক এবং আজীবন সদস্যদের নির্ধারিত দিনের সভায় নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকার বিষয়ে জানিয়েছেন ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি জেলা শাখার সভাপতি এবং জেলাশাসক ডঃ গৌরব কুমার সিং।

বাজার থেকে বাইক উধাও

আগরতলা, ৩ নভেম্বর : ১০ মিনিটের মধ্যে বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে বাইক। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বিশালগড় জাঙ্গালিয়া একালার বাসিন্দা এক যুবক বাইক নিয়ে বাজার করতে আসে। নিউ মার্কেট এলাকার একটি জায়গায় বাইক পার্কিং করে সে বাজার করতে যায়। ফিরে এসে দেখে তার বাইক উধাও।
বাইকের মালিক জানান, বাজারে ঢুকে তিনি ৮ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসেছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যেই তার বাইক নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর। টিআর০৬এ৬৪৮৩ নম্বরের গ্ল্যামার বাইক চুরি হয়েছে। তিনি পুলিশকে এবিষয়ে জানান। পাশাপাশি বন্ধুদের সাথে নিয়ে আশেপাশে খোঁজ করেন। কিন্তু বাইকের কোনো হদিশ পান নি। পুলিশও পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছে এবং এ বিষয়ে তদন্ত করবে বলে জানান তিনি।

উলুবেড়িয়ায় দোতলা বাড়িতে বিস্ফোরণ, আটক গৃহকর্তা

উলুবেড়িয়া, ৩ নভেম্বর (হি.স.): বাড়িতে মজুত রাখা অবৈধ আতশবাজি ফেটে বিকট শব্দে কেঁপে উঠল হাওড়ার উলুবেড়িয়া। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার উলুবেড়িয়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তাঁতিবেড়িয়ায়। রাত একটা নাগাদ তাঁতিবেড়িয়ার বাসিন্দা শ্যামল মণ্ডলের বাড়ির দোতলায় জোরালো বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। শ্যামল মণ্ডলের বাড়ির জানালার কাচও ভেঙে যায়। দেওয়ালে ফাটল দেখা যায়। আশেপাশের বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। খবর পেয়েই রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শ্যামল মণ্ডলকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, শ্যামলবাবু পেশায় টিভির মেকানিক। কালীপুজোর সময়ে তুবড়ি, রংমশাল সহ বিভিন্ন বাজি বানায়। যদিও চলতি বছরে উড়ন তুবড়ি এবং সেল তৈরি করেছিল সে। সেই বাজির মশলা থেকেই বিস্ফোরণ হয়েছে কিনা স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও এই বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হননি। সংশ্লিষ্ট ধারায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে।

বসিরহাটে অনাথ শিশুদের নিয়ে ঐতিহ্যবাহী ভাইফোঁটা উদযাপন

বসিরহাট, ৩ নভেম্বর (হি.স.): বসিরহাট মহকুমার প্রাচীন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নবোদয়ের উদ্যোগে রবিবার অনুষ্ঠিত হল অনাথ শিশুদের জন্য ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান। দীর্ঘ ৬৫ বছর ধরে দীপাবলির এই সময়ে, বসিরহাটের নবোদয় ঐতিহ্যবাহী এই ভাইফোঁটা আয়োজন করে আসছে, যেখানে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা অনাথ শিশুদের এক বিশেষ মুহূর্তে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানান।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'রিলাইফ হ্যাপি মোম' সংস্থার সম্পাদিকা সুদেষ্ণা মণ্ডল ও পলি মজুমদার। এ ছাড়া আয়োজনে অংশ নেন নবোদয়ের সক্রিয় সদস্য অর্পিতা বসু, সহেলি বসু, মৌসুমী বসু, বুলবুলি দাস প্রমুখ। তাঁরা অনাথ শিশুদের কপালে তিলক দিয়ে মিষ্টিমুখ করান এবং তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করেন।
বসিরহাটের এই বিশেষ ভাইফোঁটা আয়োজনে আকাশ রায়ের মতো অনাথ শিশুদের জন্য একটি দিন একটু আনন্দের আভাস নিয়ে আসে। আকাশ জানান, এই দিনের জন্য সে সারা বছর অপেক্ষা করে, কারণ এখানে এসে সবাইকে তার পরিবারের মতো মনে হয়। অন্যদিকে, সায়ন্তনী দাসের মতো ভাইফোঁটা দেওয়া বোনরা জানান, এভাবেই তাঁরা সমাজের অসহায় শিশুদের পাশে থাকার চেষ্টা করেন।
এই ভাইফোঁটা উদযাপনের মাধ্যমে নবোদয় প্রমাণ করে চলেছে যে, সমাজে যাদের কোনো আপনজন নেই, তারাও যেন এই বিশেষ দিনগুলির উষ্ণতা ও মমতা থেকে বঞ্চিত না হয়।

মোদীজির সরকার শুধু তাঁর বড় ব্যবসায়ী বন্ধুদের জন্য কাজ করে : প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

ওয়ানাড, ৩ নভেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন ওয়ানাড লোকসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা। নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও। প্রিয়াঙ্কার কথায়, মোদীজির সরকার শুধু তাঁর বড় ব্যবসায়ী বন্ধুদের জন্য কাজ করে। রবিবার কেরলের ওয়ানাডের এক জনসভায় প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'মোদীজির উদ্দেশ্য ভাল জীবন দেওয়া নয়, অথবা নতুন চাকরি খোঁজা নয়। উন্নত স্বাস্থ্য অথবা শিক্ষার উদ্যোগ এবং কর্মসূচি প্রদানের জন্য নয়। যে কোনও উপায়ে ক্ষমতায় টিকে থাকাই তাঁর লক্ষ্য। এই অর্থ কী?'প্রিয়াঙ্কার সমর্থনে এদিন জনসভায় বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল এদিন বলেছেন, 'আমি ভাগ্যবান যে তাঁকে একজন বোন হিসাবে পেয়েছি। এখন আপনারাও ভাগ্যবান যে তাঁকে একজন বোন হিসেবে পেয়েছেন...সে আপনাদের বোনের মতো, আমি নিশ্চিত যে আপনাদের কাছে এখন সেরা সম্ভাব্য সাংসদ আছে যা আপনারা পেতে পারেন।'

স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে

● আটের পাতার পর

অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন গৃহবধূ স্বপ্না দাস। আর গৃহবধুর আত্মহত্যার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তার বাপের বাড়ির পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তীব্র শোকের ছায়া নেমে আসে। বর্তমানে গৃহবধুর আত্মহত্যার কারণে স্বামী রাজীব দাসের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন মৃতের আত্মীয়স্বজন।

মহিলা মোর্চার উদ্যোগে ভাই

● আটের পাতার পর

বেশ কিছু নেত্রী তথা উপস্থিত প্রায় সকল সদস্য মিলে মুখ্যমন্ত্রীর মঙ্গল কামনা করে ফোঁটা দেন। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ভাই বোনের এই অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু গৃহবধূর

● প্রথম পাতার পর

অংশ পুড়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে তড়িঘড়ি আশঙ্কাজনক অবস্থায় আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। রাতে গৃহবধূ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। জানা গেছে গৃহবধুর পরিবারের তরফ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ও ছড়িয়ে পড়েছে।

বহিঃরাজ্যে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

জন্য মুম্বাই হাসপাতালের দুই নম্বর গেইট দিয়ে বের হওয়া মাত্রই একটি বাইক এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুম্বাই এইচ এন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর, পিনাকী দের মৃত্যু হয়। তিনি আগরতলা এলামনি এসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। উনার হঠাৎ করে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না এলামনির সদস্যরা। রবিবার সন্ধ্যায় পিনাকে দে"কে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং দোষির শাস্তি দাবি জানিয়ে আগরতলা উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করে এলামনি অ্যাসোসিয়েশন।

প্রগতি প্লে সেন্টার গার্জিয়ান ফোরাম ও জেআরসি-র প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রগতি প্লে সেন্টার গার্জিয়ান ফোরাম এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দায়িত্বপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও বিনোদনের উদ্দেশ্যে একদিনের জন্য মাঠে ক্রীড়া অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগ করতে পেরে দু-দলের খেলোয়াড় এবং আয়োজকরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের সম্পর্ক জারি থাকবে বলে খেলোয়ার এবং অতিথিদের প্রত্যেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন।

স্থানীয় ভোলাগিরি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সকাল দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে প্রগতি প্লে সেন্টার গার্জিয়ান ফোরাম সীমিত ১৬ ওভারে আট উইকেটে ৮০ রান সংগ্রহ করলে জবাবে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব ১০ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

খেলায় দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্সের সুবাদে জাকির হোসেন কে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের সুদৃশ্য ট্রফি দেওয়া হয়। ২০ রানের বিনিময়ে জাকির একাই চারটি উইকেট তুলে নিয়েছেন। প্রগতি প্লে সেন্টার গার্জিয়ান ফোরামের হয়ে সুমন দেব, সুমন ভট্টাচার্য্য, প্রদ্যুৎ দাস, প্রসুন দাস, উত্তম দেবনাথ, অভিজিৎ সরকার, সঞ্জীব দেব, পরিমল দাস, দুলাল কাপালি, মনীষ লস্কর, রাজু সোম যেমন দুর্দান্ত খেলেছেন, তেমনি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে অভিষেক দে, সুব্রত দেবনাথ, তাপস দেব, মেঘধন দেব, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, জাকির হোসেন, মনোজিৎ দাস, বাপন দাস, মিলটন ধর, দিব্যেন্দু দে, রাজেশ রায়, অনির্বাণ দেব দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ তথা প্রগতি প্লে সেন্টার গার্জিয়ান ফোরামের পক্ষে প্রখ্যাত ক্রিকেট কোচ নয়ন দেববর্মা।, প্রাক্তন ক্রিকেটার সুমন দেব, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ট্রফি তুলে দেন। অভিষেক দে ও অনির্বাণ দেব কে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে সম্পাদক অভিষেক দে এবং প্রগতি প্লে সেন্টার গার্ডিয়ান ফোরাম এর পক্ষে অধিনায়ক সুমন দেব সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্কোরকার্ড: পিপিসি-জিএফ: পরিমল ৪, সুমন ১০, সুমন দেব ১৫, সঞ্জীব ২৩, প্রসূন ০, মনীষ ২, অভিজিৎ ৭, রাজু ৪ (অপ:), প্রদ্যুৎ ০, দুলাল ০ (অপ:), অতিরিক্ত ১৫, মোট ৮ উইকেটে ৮০ রান। বোলিং: অভিষেক ৩-০-২০-০, দিব্যেন্দু ৩-০-১০-১, জাকির ৪-১-২০-৪, বিশ্বজিৎ ৩-১-৬-২, মনোজিৎ ৩-০-১৯-১।

জেআরসি: সুব্রত ৩, মেঘধন ০, বিশ্বজিৎ ১৪, মিল্টন ২৬, মনোজিৎ ১৩, তাপস ১১ (অপ:), বাপন ৬ (অপ:), অতিরিক্ত ১০, মোট ৫ উইকেটে ৮৩ রান। বোলিং: সুমন ৩-০-১৪-২, প্রসূন ৩-০-১২-১, সুমন দেব ২-০-২৫-১, পরিমল ১-০-১৫-০, সঞ্জীব ১-০-১৬-১।

রাজ্য রঞ্জি দলে পরিবর্তন, ৬ নভেম্বর থেকে এমবিবি-তে ত্রিপুরা বরোদা ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য রঞ্জি দলে একটু পরিবর্তন আনা হয়েছে। মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত হতে ত্রিপুরা দলকে পুনরায় আগামীকাল (সোমবার) এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। মাঝে আর দুইটিমাত্র দিন রয়েছে। ৬ নভেম্বর বুধবার থেকে ত্রিপুরা, বরোদার রঞ্জি ট্রফির চার দিনের ম্যাচ শুরু হচ্ছে। ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রা প্রয়োজনীয় অনুশীলন করছে। তবে একত্রিতভাবে অনুশীলন করার জন্য আগামীকাল বেলা এগারোটায় নতুন ভাবে ঘোষিত ১৭ জনের স্কোয়াডকে এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। এদিকে, ক্রুনাল পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন বরোদা দলও ইতোমধ্যে আগরতলায় পৌঁছে যাচ্ছে। বরোদা দল আপাতত ৩ ম্যাচের শেষে জয়ের হ্যাটট্রিকের সুবাদে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। আগামী ৬ নভেম্বর, বুধবার থেকে এমবিবি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা বনাম বরোদার মধ্যে রঞ্জি ট্রফির চার দিনের ম্যাচটি শুরু হবে। বরোদা দল আপাতত টপার হলেও ত্রিপুরার খেলোয়াড়রাও মাঠে সেরা খেলাটা খেলতে চাইছে। দুদলের সম্ভাব্য খেলোয়াড়রা হলো - বরোদা দল: ক্রুনাল পান্ডিয়া (অধিনায়ক), বিষ্ণু সোলাঙ্কি, জ্যোতস্নিল সিং, শিবালিক শর্মা, শাশ্বত রাওয়াত, মিতেশ পেটেল (উইকেট রক্ষক), মহেশ পিঠিয়া, ভার্গব ভাট, অমিত সিং, নিনাদ রাথভা, অভিমন্যু সিং, কিনিত প্যাটেল, রাজ লিম্বানি, সৌমি পান্ডে, এ বি মোরে।

ত্রিপুরা দল: বিক্রম কুমার দাস, জীয়নজোৎ সিং, শ্রীদাম পাল, তেজস্বী জয়সোয়াল, মানদীপ সিং (অধিনায়ক), শরথ শ্রীনিবাস (উইকেটরক্ষক), বিক্রম দেবনাথ, মনিশঙ্কর মুরাসিং (সহ অধিনায়ক), পারভেজ সুলতান, রানা দত্ত, অজয় সরকার, সন্দীপ সরকার, সৌরভ দাস, জয়দীপ বণিক, শংকর পাল, রজত দে, অভিজিৎ সরকার।

রাজ্যভিত্তিক স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন অভিষিক্তা, রৌনক, শর্মিষ্ঠা, সিদ্ধার্থ সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্যভিত্তিক স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার বিকেল পাঁচটায় রাজধানীর আসাম রাইফেলস স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে। আজ, রবিবার বিকেল তিনটায় ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বালিকা অনূর্ধ ১৮ বিভাগের ফাইনালে অভিষিক্তা চৌধুরী ১১-৫, ১১-৫ পয়েন্টে প্রিয়া গৌরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

বালক অনূর্ধ ১৮ বিভাগের ফাইনালে রৌনক আচার্য্য ১১-১, ১১-৭ পয়েন্টে শচীন কুমার কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মহিলা বিভাগে শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য্য ১২-১০, ১১-৮ পয়েন্টে অভিষিক্তা চৌধুরী কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পুরুষ বিভাগে ড. সিদ্ধার্থ জয়সোয়াল ১১-৫, ১১-৫ পয়েন্টে অভিনাষ সাহা কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছেন। রাজ্যের সব কটি মহকুমা থেকে আগত প্রায় ৪০ জন পুরুষ মহিলা স্কোয়াশ খেলোয়াড় এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিশেষ করে কমান্ডেন্ট গোপা কুমার, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, অল ত্রিপুরা স্কোয়াশ র‍্যাকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজু দত্ত প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

নেজমাকে হারিয়ে শেষ আটে ইস্ট বেঙ্গল

থিম্পু: ময়দানের প্রাচীন প্রবাদ চাপে থাকা ইস্ট বেঙ্গল খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ভয়ঙ্কর! সাতের দশক হোক বা ২০২৪, সেই স্পর্ধা আজও অটুট। ভুটানের পাহাড়ে লাল-হলুদের সূর্যোদয়। নেজমা এফসি'কে ৩-২ গোলে হারিয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের শেষ আটে ইস্ট বেঙ্গল। অস্কার ব্রুজোঁর ড্রেসিং রুমে অদৃশ্য স্লোগান, 'ইস্ট বেঙ্গল কাঁপে না, কাঁপায়।' ডেম্পো, মাহিন্দ্রা কিংবা চার্চিল ব্রাদার্স, সাম্প্রতিককালে কোনও ভারতীয় দল হারাতে পারেনি লেবাননের ক্লাবকে। ২০১০ সালে লাল-হলুদ ব্রিগেডও মুখ থুবড়ে পড়েছিল এই নেজমার কাছেই। সুদে আসলে সব জ্বালা মেটাল অস্কারের ইস্ট বেঙ্গল। আগামী মার্চে শেষ আটের লড়াইয়ে নামবে মশালবাহিনী। গ্রুপ 'এ'র তিনটি ম্যাচেই অপরাজিত ইস্ট বেঙ্গল। মোট সাত পয়েন্ট নিয়ে নক আউটে লাল-হলুদ ব্রিগেড।শেষ আটে পৌঁছতে গেলে শুক্রবার জিততেই হতো। এমন মরণ বাঁচন পরিস্থিতিতে ৪-২-৩-১ ফর্মেশনে দল সাজান ব্রুজোঁ। শুরুর ১৫ মিনিট মহেশ, তালালদের দাপটে নেজমা রক্ষণে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে যায়। আনোয়ারের সোয়ার্ভিং সেন্টারে জাল কাঁপাতে ব্যর্থ দিয়ামানতাকোস। তবে লিড পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ম্যাচের ৮ মিনিটে তালালের কর্নার ক্লিয়ার করতে গিয়ে আত্মঘাতী গোল করে বসেন প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডার। সাত মিনিট পরেই ব্যবধান দ্বিগুণ করলেন দিয়ামানতাকোস। এক্ষেত্রে মহেশের বাড়ানো বল টার্ফে স্লাইড করে লক্ষ্যভেদ গ্রিক স্ট্রাইকারের (২-০)। টানা

নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হারের পর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের টেবিলের শীর্ষস্থান হারালো ভারত

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.): টম ল্যাথামের নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ হেরে ভারত ২০২৩-২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে।

অস্ট্রেলিয়া পয়েন্ট শতাংশ ৬২.৫০ নিয়ে টেবিলের শীর্ষে চলে গেছে। তিনবার হারের সৌজন্যে ৫৮.৩৩ পয়েন্ট শতাংশ নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে ভারত দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে। শ্রীলঙ্কা ভারতেরঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। নয়টি খেলার মধ্যে পাঁচটিতে জয়ের জন্য ৫৫.৫৬ পয়েন্ট শতাংশ নিয়ে আইল্যান্ডাররা পিছিয়ে নেই।

নিউজিল্যান্ড ভারতের মাটিতে তাদের স্বপ্নের রানের পরে ১১ টেস্টের মধ্যে ছয়টিতে জয়ের পরে ৫৪.৫৫ পয়েন্ট শতাংশ নিয়ে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা (৫৪.১৭), ইংল্যান্ড (৪০.৭৯), পাকিস্তান (৩৩.৩৩), বাংলাদেশ (২৭.৫০) এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৮.২২) যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম।

নিলামে চাইলেও সহজে ঈশানকে ফেরাতে পারবে না মুম্বই, আটকে যাবে কোন নিয়মে?

আইপিএলের নিলামে যাওয়ার আগেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিয়েছে। হার্দিক পাণ্ড্য, সূর্যকুমার যাদব, রোহিত শর্মা, যশপ্রীত বুমরা এবং তিলক বর্মাকে ধরে রেখেছে তারা। কিন্তু ঈশান কিশানকে রাখেনি তারা। তরুণ উইকেটরক্ষককে কি আরটিএম করে ফেরাবে মুম্বই?২০২২ সালের নিলামে ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে ঈশানকে কিনেছিল মুম্বই। তার আগে ২০১৮ সালের নিলামে ঈশানকে তারা কিনেছিল ৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে। কিন্তু গত আইপিএলে ঈশান সে ভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি। তাই তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে মুম্বই। কিন্তু নিলামে রাইট টু ম্যাচ (আরটিএম) করে ঈশানকে ফেরানো সম্ভব হবে না। কারণ ভারতীয় দলে অভিষেক হয়ে গিয়েছে তাঁর।কোন নিয়মে আটকাবে মুম্বই? যে পাঁচ ক্রিকেটারকে তারা রেখে দিয়েছে, তাঁদের সকলেই ভারতের হয়ে খেলেছেন। অর্থাৎ সকলেই ক্যাপড ক্রিকেটার। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি দল ছ'জন ক্রিকেটারকে ধরে রাখতে পারলেও ক্যাপড ক্রিকেটার রাখতে পারবে পাঁচ জনকে। মুম্বই ইতিমধ্যেই পাঁচ জনকে রেখে দিয়েছে। ফলে আরটিএম করে ঈশানকে নিতে পারবে না তারা। মুম্বই এমন ক্রিকেটারকে আরটিএম করতে পারবে, যিনি এখনও ভারতের হয়ে খেলেননি বা পাঁচ বছর আগে শেষ বার আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। এই নিয়মের কারণে ঈশানকে আরটিএম করতে পারবে না মুম্বই। যদিও নিলামের স্বাভাবিক নিয়মে ঈশানকে কিনে দলে নিতেই পারে তারা।

পাঁচ জন ক্রিকেটারকে রাখতে ৭৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে মুম্বইয়ের। নিলামে ৪৫ কোটি টাকা নিয়ে নামবে তারা। অধিনায়ক হিসাবে হার্দিককেই রেখেছে মুম্বই। যদিও সব থেকে বেশি টাকা দিয়েছে বুমরাকে।

ভারতীয় পেসারকে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে রেখেছে মুম্বই। হার্দিক এবং সূর্যকুমারকে তারা দিয়েছে ১৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা করে। রোহিতকে দিয়েছে ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ৮ কোটি টাকা দিয়েছে তিলককে।

বাংলাদেশ ক্রিকেটে রদবদল, প্রাক্তন সভাপতি নাজমুল-সহ ১১ জন ডিরেক্টরকে সরাল ক্রিকেট বোর্ড

বাংলাদেশের ক্রিকেটে রদবদল। ক্রিকেট বোর্ডের ১১ জন ডিরেক্টরকে এক সঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাক্তন সভাপতি নাজমুল হাসান এবং বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের চেয়ারম্যান শেখ সোহেল। সংস্থার সংবিধান মেনে ১১ জন ডিরেক্টরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিসিবি।সংবিধান অনুযায়ী, পর পর তিনটি বা তার বেশি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে বিসিবির ডিরেক্টর পদে থাকা যায় না। সেই নিয়ম মেনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে নাজমুল-সহ ১১ জন ডিরেক্টরকে। গত বুধবার শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বছরের ১৫তম বৈঠক হয় বিসিবির। সেই বৈঠকে তিন জন অতিরিক্ত ডিরেক্টর নাইমুর রহমান, খালেদ মাহমুদ এবং এনায়েত হোসেন সিরাজের ইস্তফা গৃহীত হয়েছে। সব মিলিয়ে ১৪ জন ডিরেক্টর পদ থেকে সরে গেলেন। অভিযোগ, অপসারিতেরা কেউ গত ৫ অগস্ট আওয়ামি লীগ সরকারের পতনের পর থেকে বিসিবির কোনও বৈঠকে উপস্থিত হননি। অনুপস্থিতির কোনও কারণও জানাননি তাঁরা। এ ছাড়া কয়েক মাস আগে বিসিবির এক জন ডিরেক্টরের মৃত্যু হয়।

পূর্বাঞ্চলীয় বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ফুটবলে অপরাজয় রাজ্য দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। পূর্বাঞ্চলীয় বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় পরপর দুই ম্যাচে জয় পাবার পর রবিবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা গ্রুপ লীগে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামে। এক নম্বর স্টেডিয়ামে পুল ডি গ্রুপের শেষ ম্যাচে স্বাগতিক ন্যাশনাল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি মণিপুরকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।এদিন খেলা শুরু থেকেই আক্রমণ প্রতি আক্রমণে ম্যাচ জমজমাট হয়ে ওঠে। একদিকে স্বাগতিক দলের ছাত্র-ছাত্রী সাপোর্টার, তার সঙ্গে অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ত্রিপুরার মেয়েরা বুক চিতিয়ে লড়াই করে। খেলার তিন মিনিটে ত্রিপুরা প্রথম আক্রমণে যায়। কিন্তু বিপক্ষের গোল কিপারের তৎপরতায় ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির আক্রমণ প্রতিহত হয়। তারপরই এন এস ইউ র মেয়েরা গ্রাউন্ডে টাচ ফুটবল খেলতে শুরু করে।ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরাও সমান তালে পাল্লা দিতে শুরু করে। কিন্তু একটা সময় ত্রিপুরার মেয়েদের থেকে বলের নিয়ন্ত্রণ এন এস ইউর কাছে চলে যায়। তারপরেই ত্রিপুরা টিমের কোচ প্লেন বি এপ্লাই করে মেয়েদের গ্রাউন্ড থেকে বল তুলে লম্বা লম্বা পাস খেলার জন্য নির্দেশ দেয়। তার পরেই আস্তে আস্তে ত্রিপুরার মেয়েরা বলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তবে এদিন প্রথমার্ধের খেলা গোল শূন্যভাবে শেষ হয়। চরম উত্তেজনায় গ্যালারি চিৎকারের মাঝে ত্রিপুরার মেয়েরা দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে দর্শকদের দেখিয়ে দেয় খেলাটা গলাবাজি দিয়ে নয়, মাঠে নেমে খেলতে হবে। এন এস ইউর তিনজন প্লেয়ারকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখায়। দ্বিতীয়ার্ধে আবার আক্রমণ প্রতি আক্রমণে ম্যাচ জমে উঠে একটা সময় মনে হয়েছিল যে কোন সময় গোল হতে পারে যে কোন দিকে।

এরই মধ্যে ন্যাশনাল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি দলের কোচকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখান। খেলা শেষ হওয়ার দু মিনিট আগে ত্রিপুরা দল কর্নার পায়।

মাঠ তখন চরম উত্তেজনায় ভরপুর। ত্রিপুরা দলের সহ অধিনায়িকা অঞ্জলি দেববর্মা কর্নার কিক করার জন্য এগিয়ে যায়। অঞ্জলীর দুর্দান্ত কর্নার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হেড করে গোল করে ত্রিপুরা দলের লেফট উইঙ্গার মৌসুমী ওরাং। পুরো ত্রিপুরা টিম এদিন জান লড়িয়ে টোটাল ফুটবল খেলেছে স্বাগতির দলের বিরুদ্ধে। এদিকে মাঠে প্রচন্ড কুয়াশায় ত্রিপুরার মেয়েরা প্রথম বল ধরতে একটু অসুবিধা হয়েছিল।ম্যাচটা ছিল সকাল ৯ টায়।সেটাকে এগিয়ে আনা হয়েছে সকাল সাতটায়। আগামীকাল সকাল সাতটায় গতবারের সেমিফাইনালিষ্ট এল এম মিথিলা ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া কোয়ালিফাইং ম্যাচ খেলবে। এল এম মিথিলা আগামীকাল প্রথম ম্যাচ খেলবে গতবারের সেমিফাইনালিস্ট হিসাবে।এদিকে ত্রিপুরা পরপর গ্রুপের তিন ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার মেয়েরা কিছুটা ক্লান্ত। ম্যাচ শেষে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় দলের প্রশিক্ষক মধুমানিক লোধ জানান, ত্রিপুরা দলের মেয়েদের কয়েকজনের ইনজুরি আছে।এর মধ্যে অঞ্জলি দেববর্মার ইনজুরিটা মারাত্মক।তবু আমার বিশ্বাস মেয়েরা আজকের মত যদি খেলতে পারে তাহলে একটা ভালো খবর আগামীকাল রাজ্যবাসী পেতে পারেন। মেয়েদের একটা কথায় বলা হয়েছে আত্মবিশ্বাসী না আত্মপ্রত্যয়ী হও।

বীরেন্দ্র ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত টিএফএ-র সঙ্গে প্রীতি ফুটবল অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ মর্যাদার সঙ্গেই রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব বীরেন্দ্র ক্লাবের ১২৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ শুরু হয়েছে। আজ, রবিবার সকাল ৮ টায় ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেছেন ক্লাব সভাপতি নির্মল চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে ২০ হাজার টাকা প্রদান করার কর্মসূচিও রয়েছে। বিকাল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন একাদশ বনাম বীরেন্দ্র ক্লাব একাদশ-এর মধ্যে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে টিএফএ একাদশ ৩-০ গোলে জয়ী হয়েছে। এতে টিএফএ এবং বীরেন্দ্র ক্লাবের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিজয়ী দলের পক্ষে পারভেজ দুটি এবং নরেশ একটি গোল করেন। প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বীরেন্দ্র ক্লাবে ১০ নভেম্বর সকাল ৮ টায় শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। পরবর্তী সময়ে শিশু মহলে সুরক্ষিত অনাথ শিশুদের মধ্যে বস্ত্র দানও করা হবে। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া মোদি মহল শামিল হচ্ছেন বলে বীরেন্দ্র ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি নির্মল চক্রবর্তী ও সম্পাদক দেবপ্রসাদ দত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান।

পশ্চিম জেলা স্তরীয় যোগার আসর সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পশ্চিম জেলা যোগা প্রতিযোগিতা আজ, রবিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর এগিয়ে চল সংঘ কমপ্লেক্সে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল দশটায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর পশ্চিম জেলার তিনটি মহকুমা সদর, জিরানিয়া এবং মোহনপুর থেকে শতাধিক ছেলে-মেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, পশ্চিম জিলা সহ-সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী, যোগা এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ড. ইন্দ্রনীল ভৌমিক, আয়ুর্বেদিক হসপিটাল এর দপ্তর প্রধান ড. গৌরীশংকর ভৌমিক, আয়ুষ-এর ব্রাঞ্চ অফিসার ড. সুব্রত দেব, এগিয়ে চল সংঘের সভাপতি চঞ্চল নন্দী, সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত, যোগা গুরু ড. যীশু চক্রবর্তী, যোগা এসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দত্ত প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছেন পশ্চিম জেলা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উত্তম দেবনাথ। উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতা থেকে পশ্চিম জেলা দল গঠন করা হয়েছে। নির্বাচিত যোগা খেলোয়াররা আগামী ১৬ ও ১৭ নভেম্বর আগরতলায় অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য ভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জেলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করবে।

ভারতকে হোয়াইটওয়াশ করে নিউজিল্যান্ডের ইতিহাস

মুম্বই, ৩ নভেম্বর (হি.স.): ভারতের বিপক্ষে ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জেতা রীতিমতো যুদ্ধ জয়ের মতো, তারপর হোয়াইটওয়াশ! তা তো কল্পনার বাইরে! আর সেটাই করে দেখালো নিউজিল্যান্ড। তিন ম্যাচের সিরিজ নিউজিল্যান্ড জিতে নিল ৩-০তে।তিন ম্যাচের সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে রবিবার ২৫ রানে জিতেছে নিউজিল্যান্ড। ১৪৭ রানের লক্ষ্য দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতকে ১২১ রানে অলআউট করেছে। প্রথম ইনিংসে তাদের ২৩৫ রানের পর ভারত ২৬৩ রান করে। বেঙ্গালুরুতে প্রথম ম্যাচে ৮ উইকেটে জয়ের পর কিউইরা পুনেতে ১১৩ রানে জিতেছিল।

১৪৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দ্রুত ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর রিশভ পন্ত ভারতকে লড়াইয়ে রাখেন রবীন্দ্র জাদেজাকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু ৫৭ বলে ৬৪ রান করে তিনি ফিরে যাবার পর কিছুক্ষণ লড়াই চালিয়েছিলেন ওয়াশিংটন শিব সুন্দর ও রামচন্দ্রন অশ্বিন। রামচন্দ্রন আউট হতেই ভারতের শেষ দুটো উইকেট এর পতন ঘটে এক ওভার এর মধ্যেই।

আকাশ দীপ প্রথম বলে আউট হওয়ার পরেই সুন্দর মেরে খেলতে গিয়ে বোল্ড আউট হয়ে ফিরে যান ফিলিপসের বলে।

মোহাম্মদ সিরাজ কোনো রান না করে নট আউট থাকেন। প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট পাওয়া প্যাটেল এ ইনিংসে নিয়েছেন ৬ উইকেট। গ্লেন ফিলিপসের শিকার ৩, হেনরির ১।

নিজের অবসর নিয়ে মুখ খুললেন মেসি

বুয়েনেস আইরেস, ৩ নভেম্বর (হি.স.): লিওনেল মেসি কবে অবসর নেবেন, এই নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহের শেষ নেই। বুধবার বলিভিয়া ম্যাচ শেষে অবসর নিয়ে মুখ খুললেন মেসি।

মেসি বলেছেন, ''সত্যি বলতে আমি এখনও অবসর নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। মাঝে মাঝে ভাবি কিন্তু সেটা তেমন কিছু নয়। এখন আমি শুধু আমার ম্যাচগুলো উপভোগ করে যাচ্ছি। আমি এখানে থাকতে পেরে খুবই আনন্দিত। কারণ সবাই আমাকে খুব ভালোবাসে। আর একটা বিষয় আমি সবসময় অনুধাবন করি, আর সেটা হলো যে ম্যাচটা খেলছি এটাই হতে পারে আমার শেষ।''

অত্যাধুনিক সুরক্ষা প্রযুক্তি কবচ ৪.০ বাস্তাবায়নের পথে ভারতীয় রেলওয়ে

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) ।। ভারতীয় রেলওয়ে তার সমগ্র নেটওয়ার্কে ট্রেন চলাচল উন্নত করতে ডিজাইনকৃত তথা দেশীয়ভাবে উন্নত সুরক্ষা প্রযুক্তি ব্যবস্থাসম্পন্ন কবচ ৪.০-এর সফল বাস্তবায়নের দিকে এগোচ্ছে। কবচ-৪.০ হলো ভারতীয় রেলওয়ের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য এবং ট্রেনের সুগম চলাচল নিশ্চিত করতে তৈরিকৃত এক বর্ধিত ব্যাপক প্রযুক্তি পরিচালিত সমাধান, যা নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণের অতিরিক্ত স্তর প্রদান করে। লোকো পাইলটের বিফলতা দেখা দিলে এই ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক প্রয়োগ করে। কারণ এটি ড্রাইভারের ক্যাবেরিয়াল-টাইমলাইন-সাইড সিগনাল প্রদর্শন করে এবং রেডিও ভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে ক্রমাগত মুভমেন্ট অথরিটি আপডেট প্রদান করে। অন্যান্য প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে লেভেল ক্রসিং গেটে স্বয়ংক্রিয় হুইসেল বাজানো, সংঘর্ষ প্রতিরোধ করতে লোকোমোটিভ থেকে লোকোমোটিভে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং জরুরুকালীন পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করতে এসওএস ফাংশন। কবচ-৪.০ ব্যবস্থাটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উপাদান দ্বারা নির্মিত। এর মধ্যে রয়েছে স্টেশন কবচ। এটি লোকোমোটিভকে গাইড করতে লোকো কবচ ও সিগনালিং সিস্টেম থেকে তথ্য লাভ করে। আরএফআইডিট্যাগ, যা ট্রেনের অবস্থান ও দিক নিরীক্ষণ করতে নিয়মিত বিরতিতে ট্র্যাকের পাশে ও সিগনাল পয়েন্টে স্থাপন করা হয়। ট্র্যাকের পাশে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও যোগাযোগ টাওয়ার দ্বারা গঠিত কমিউনিকেশন ব্যাকবোন, যা লোকোমোটিভ ও স্টেশনের মধ্যে তথ্যের নিরবিচ্ছিন্ন বিনিময় নিশ্চিত করে।

এছাড়া ড্রাইভার মেশিন ইন্টারফেস (ডিএমআই) লোকোপাইলটদের তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ক্যাবের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য যেম নসিগনাল অ্যাসপেক্ট ও মুভমেন্ট অথরিটি প্রদান করে।

এই ব্যবস্থায় রিলে ভিত্তিক ইন্টারলকিং, সিগনাল যোগাযোগের জন্য ইউএইচএফ রেডিও, সঠিক লোকেশন ট্র্যাকিঙের জন্য আরএফআইডি, সুরক্ষিত যোগাযোগের জন্য জিএসএম এবং সঠিক সময় সমন্বয়ের জন্য জিপিএস-এর মতো উন্নত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির এই একত্রীকরণ রেলওয়ের সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অত্যাধুনিক সমাধান গ্রহণের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন করে।

ভারতীয় রেল দ্বারা ১০,০০০ লোকোমোটিভে কবচ-৪.০ বাস্তবায়ন করাটা এর পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং সুরক্ষার মান উন্নত করার এক বিস্তৃত পদক্ষেপ। কবচ-৪.০-এর মতো প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুগম কার্যকলাপ নিশ্চিত করবে, মানুষের ত্রুটি কম করবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করবে। এভাবে, এই উদ্যোগটি ট্রেন যাত্রীদের জন্য এক সুরক্ষিত ভ্রমণ পরিবেশ প্রদানের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

যেহেতু কবচ ব্যবস্থাটি ইতিমধ্যে ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের প্রধান প্রধান পথগুলিতে স্থাপন করা হয়েছে। তাই পাইলট প্রকল্পের ভিত্তিতে বর্তমানের ব্যবস্থাকে আধুনিক ৪.০ ব্যবস্থা দ্বারা পরিবর্তন করা হচ্ছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দেশের রেল সংযোগ ব্যবস্থার অংশ হওয়ায় এই উন্নত প্রযুক্তিকে দ্রুত একত্রিত করবে। যার ফলে এর চারপাশের অঞ্চলের মধ্যে নিরাপদ, অধিক নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ রেল পরিষেবা প্রদান করবে। আজ রবিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এক প্রেস বিবৃতিতে এ তথ্য দিয়েছেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কৃষ্ণনগর অঞ্চল সম্মেলনকে সামনে রেখে রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। বিজয় কুমার স্কুলে রবিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কৃষ্ণনগর অঞ্চল সম্মেলনকে সামনে রেখে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বিজয় কুমার স্কুলে।

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশচন্দ্র জমাতিয়া ,প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে সহ অন্যান্যরা। এদিন রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে রক্তদাতা সহ অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

রক্তদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলোতে রক্তের সংকট রয়েছে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি এধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা খুবই জরুরী। রক্তদান শিবির সংগঠিত করায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত পুলিশ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এক পুলিশ কর্মী। মিলনচক্র এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বাইক চালক ওই পুলিশ কর্মী আহত হয়। আহতের নাম মানিক দাস। দুটি বাইকের মধ্যে সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা যায়।

ঘটনাস্থল থেকে আহত পুলিশ কর্মীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাঁপানিয়া হাসপাতালে। ঘটনায় অপর বাইক আরোহী পালাতক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় পুলিশকর্মী মানিক দাস ডিউটি শেষ করে বাইকে বাড়িতে ফিরছিলেন। তখনই বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি বাইকের সাথে ধাক্কা লাগে। তাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল এক গৃহবধূ। এই ঘটনায় ভুবনবন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

আবারো স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করলো এক গৃহবধূ। মৃত গৃহবধুর নাম স্বপ্না দাস। ঘটনার বিবরনে জানা যায় মধ্য ভুবনবন এলাকার বাসিন্দা রাজিব দাস প্রতিনিয়ত তার স্ত্রী স্বপ্না দাসকে মানসিক নিৰ্যাতন করতেন। বর্তমানে তাদের সংসারে দুটি সন্তানও রয়েছে। এরই মধ্যে রাজীব দাস এক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তা নিয়ে চরম অশান্তির সৃষ্টি হয় স্বামী-স্ত্রীর সংসারে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরের পূজো প্যান্ডেলে গিয়ে হেনস্থার শিকার এক পরিবার

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।।: মার্চেন্ট পোর্ট ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত শ্যামা মায়ের পূজো প্যান্ডেলে গিয়ে হেনস্থার শিকার হন এক পরিবার।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ধর্মনগরের মার্চেন্ট পোর্ট ক্লাবের পুজো দেখতে যান নির্মল মালাকার ও নিখিল মালাকার নামে দুই ভাই। সাথে ছিলেন তাঁদের স্ত্রী ও সন্তান। সেই ক্লাবের পূজা দেখার জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়েছিলেন দর্শনার্থীরা। দর্শনার্থীদের লাইনের মাঝে নির্মল মালাকারের সন্তান বেশি এগিয়ে যায়, তখন তিনি সেখানে থাকা ভলান্টিয়ারদের ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার কথা বলতেই ঘটে বিপত্তি। এই সময় ক্লাবের কিছু সদস্য এসে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয় সেই পরিবারের সাথে। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত মারধোর অবধি গড়ায়। আক্রান্ত নির্মল মালাকার জানান, লাইনের মাঝে নিজের সন্তানকে তিনি ঢুকিয়ে দিতে গেলে ক্লাবের লোকজন ঝামেলা শুরু করে। একসময় তাদের মারধোর করে বলেও জানান তিনি। এমনকি তাঁর স্ত্রী সহ ছোটভাইয়ের স্ত্রীকেও মারা হয় বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

ঘটনাস্থলে ঠেলে পালিয়ে আক্রান্ত পরিবার পাশের নবরূপ ক্লাবে আশ্রয় নেন। এরপর পুলিশকে খবর দেন তারা। ঘটনার খবর পেয়ে আরক্ষা দপ্তরের দুইজন জওয়ান এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন আক্রান্ত নির্মল মালাকার। ক্লাবের কর্তৃপক্ষ এহেন ব্যবহার আশা করেননি কেউ, সংবাদ প্রতিনিধিদের সামনে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় জনগণ।

পুলিশের হাতে আটক বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। সোনামুড়া থানা পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন এক বাংলাদেশী নাগরিক। সেই ব্যক্তির নাম সেলিম আহমেদ(৪০)। কাজের উদ্দেশ্যে কয়েকমাস আগে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে সেই ব্যক্তি। রবিবার সোনামুড়া মোবাইল পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার ভোর রাতে মোবাইল পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিকের ঘোরাফেরা করার খবর আসে। খবরের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সোনামুড়ার আরালিয়া এলাকায় ওৎ পেতে বসে। এদিকে সেলিম পুলিশের টহল দেখে ভয় পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁকে আটক করতে সক্ষম হয়।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সেই বাংলাদেশী নাগরিক জানায়, তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। বেশ কিছু মাস আগে সে কাজের খুঁজে ভারতে অবৈধভাবে এসেছিল। আড়ালিয়া এলাকার একটি ক্যাবিনেট দোকানে কাজ করে সেলিম। পুলিশ তাঁর কাছে কোনো বৈধ কাগজ পায় নি বলে জানা গিয়েছে।

সোমবার পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাকে কোর্টে তোলা হবে বলে জানান সোনামুড়া থানার পুলিশ আধিকারিক।

ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনের বিরুদ্ধে দলীয়স্তরে প্রস্তাব পাশ বিজয়ের দলের

চেন্নাই, ৩ নভেম্বর (হি.স.): অভিনয়ের জগৎ থেকে রাজনীতির ময়দানে পুরোদস্তুর নেমে পড়েছেন দক্ষিণী অভিনেতা বিজয়। খুলেছেন নিজের রাজনৈতিক দল। সামনে এসেছে সেই দলের লোগো, নাম ও দলীয় পতাকাও। কয়েকদিন আগেই দলের প্রথম জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যাতে ঝাঁঝালো বক্তব্য রাখেন বিজয়। এবার ২০২৬-এর তামিলনাড়ুর বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেমে পড়েছে বিজয়ের দল টিভিকে (তামিলাগা ভেত্তরি কাজহাগাম)-এর নেতারা। রবিবার দলের রাজ্যস্তরের বৈঠকে কয়েকটি বিষয়ে প্রস্তাব পাশ হয়। যার মধ্যে রয়েছে- রাজ্যের হাতে নিটের দায়িত্ব ও ওয়াকফ বোর্ড সংক্রান্ত নতুন বিল প্রত্যাহার। এই বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে দলীয় স্তরে প্রস্তাব পাশ হয় টিভিকে-র। এছাড়াও ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করেছে বিজয়ের দল। এদিন চেন্নাইতে বসেছিল টিভিকে-র রাজ্য নেতৃত্বের বৈঠক।

শান্তিকালী সেবা মন্দিরের ১২তম বাৎসরিক দীপাবলি উপলক্ষ্যে দুস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান করেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

খোয়াইয়ে স্কুল বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ নভেম্বর।। রবিবার খোয়াই বলরাম কোবরাপাড়ায় এইচএস স্কুলের বিল্ডিং নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করলেন জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। পাশাপাশি এদিন তিনি মহারানীপুর ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বয়েজ এন্ড গার্লস হোস্টেলের নির্মাণ কাজও পরিদর্শন করে দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যালয় গৃহগুলি পাকা করার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার জন্য হোস্টেল নির্মাণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের পাশে থেকে সহজেই পড়াশুনা করার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে , মূলত এই উদ্দেশ্যে নিয়ে জনজাতি এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজিয়ে তুলছে বর্তমান সরকার।

সেই মোতাবেক খোয়াই বলরাম কোবরাপাড়ার এইচ/এস স্কুল বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি মহারানীপুরে নির্মিত হচ্ছে ১০০ সজ্জা বিশিষ্ট গার্লস হোস্টেল। এবং ৫০ শয্যা বিশিষ্ট পুরানো বয়েজ হোস্টেলকে ১০০ আসনবিশিষ্ট করার কাজ শুরু হয়েছে। রবিবার এই দুটি নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করে দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। পাশাপাশি এদিন তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মত বিনিময়ে করেন।

মহিলা মোর্চার উদ্যোগে ভাই ফোঁটার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। প্রতিবছরের মত এই বছর মহিলামোর্চার উদ্যোগে ভাইফোঁটার আয়োজন করা হয়। রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এই উদ্যোগ নিয়েছেন মহিলা মোর্চার সদস্যরা।

রাজধানী আগরতলায় মহিলামোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরাও অংশ নিয়েছেন।

ভাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মহিলামোর্চার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিওয়াইএফআই এর ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। রবিবার সকালে রাজ্য জুড়ে ডিওয়াইএফআই এর ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে। রাজধানী আগরতলায় মেলারমাঠে ডিওয়াইএফআই এর প্রতিষ্ঠা দিবসের মূল অনুষ্ঠান উৎযাপনের আয়োজন করা হয়েছে।

আগরতলায় মেলারমাঠ ছাত্র যুব ভবনে ডিওয়াইএফআই এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যুব নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন সদর ডিওয়াইএফআই এর সদস্যরা।

১৯৮০ সালের ৩ রা নভেম্বর পাঞ্জাবের লুধিয়ানা ডিওয়াইএফআই বামপন্থী মতাদর্শের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি স্বাধীন যুব সংগঠন হিসাবে গঠিত হয়েছিল।

ভারতে একটি বিস্তৃত তথা শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ডিওয়াইএফআই যুব সমাজের উন্নতি ও উন্নতির জন্য লড়াই করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডিওয়াইএফআই সংগঠনের নেতা সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে এসে বর্তমান সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, সমাজের যুবকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যুবকরা কাজের অভাবে বিপথগামী হয়ে পড়ছে। তাই আজ ডিওয়াইএফআই এর প্রতিষ্ঠা দিবসে সংগঠনের সকল সদস্য মিলে সংবিধান রক্ষার দাবিতে, যুব সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং নেশার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেন। পাশাপাশি শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে বৃহত্তর আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করেছে ডিওয়াইএফআই সংগঠন।

৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সদর ডিওয়াইএফআই কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, প্রাক্তন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

দীপাবলী মেলায় অপরিচ্ছন্ন ও দূর্বিষহ শৌচালয়

সমস্যায় ফায়ার সার্ভিস ও আরক্ষা দফতরের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। মাতাবাড়ীতে আয়োজিত দীপাবলী মেলায় সবকিছুর সুব্যবস্থা করা হলেও ফায়ার সার্ভিস ও আরক্ষা দফতরের জওয়ানদের জন্য শৌচালয়ের বন্দোবস্ত নিয়ে অভিযোগ উঠছে। জানা যায়, মাতাবাড়িতে জওয়ানদের জন্য থাকার ব্যবস্থা যেখানে করা হয়েছে, সেখানকার অপরিচ্ছন্ন ও দুর্বিষহ শৌচালয়ের কারণে সমস্যা ভোগ করছেন ফায়ার সার্ভিস ও আরক্ষা দফতরের কর্মীরা।

২৯ অক্টোবর থেকে শৌচালয়গুলোর পরিস্থিতি ব্যবহারযোগ্য ছিল না। মেলা কমিটিকে এ বিষয়ে অবগত করলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ করেছেন জওয়ানরা। শনিবার রাত পর্যন্ত এই সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। শৌচাগারের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন সবাই।

কাঞ্চনপুর মহকুমায় শান্তি পূর্ণভাবে সম্পন্ন শ্যামা পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৩ নভেম্বর।। নানা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমায় শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে শ্যামা পুজোর আয়োজন। এবছরের ব্যাপক

উৎসাহ উদ্দীপনা ও বিশেষ করে প্রশাসনের কঠোর নজরদারির কারণে মহকুমার, কাঞ্চনপুর, দশদা, আনন্দ বাজার,,লালজুড়ি, জয়শ্রী ও রবীন্দ্র নগর, এলাকায় শ্যামা পুজো শান্তি পূর্ণ ভাবে শেষ হয়েছে। মহকুমার উল্লেখ যোগ্য ভাবে এবছর বড় বাজেটের পুজো করেছে রবীন্দ্রনগর সার্বজনীন কালীপূজা কমিটি, কাঞ্চনপুর মিলন সংঘ,নেতাজি ক্রীড়া সংঘ ও দশদার প্রগতি সংঘ।

এছাড়াও আরক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বাড়ি ঘরেও পূজোর আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর মধ্যে লক্ষ্য নিয় হচ্ছে এবছরের কাঞ্চনপুর মহকুমায় দেখা গেছে কোথাও পূজা মান্ডপ উদ্বোধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের এড়িয়ে প্রবীণ ও নবীনের মেল বন্ধনে এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যাক্তিত্ব বা সংস্থার প্রবীণ সদস্যদের দিয়ে পূজো মন্ডপ উদ্বোধন করা হয়েছে।

বিশেষ করে কাঞ্চনপুর মহকুমার সব থেকে পুরানো ক্লাব মিলন সংঘ ও দশদা বাজারের প্রগতি সংঘের পূজো কে কেন্দ্র করে এধরনের উদ্যোগ আগামী দিনে মহকুমার নতুন তাৎপর্য বহন করবে বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

আড়ালিয়া প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। আড়ালিয়া প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ পত্র বিতরণ করা হয়। রবিবার আগরতলার আড়ালিয়া প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় ।রবিবার এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে সচিব পিকে চক্রবর্তী। ,পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার সহ অন্যান্যরা। শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধপত্র বিতরণ করা হয়।

এদিন স্বাস্থ্য শিবিরকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষজনদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক ডাক্তার বিশাল কুমার এ ধরনের সামাজিক কাজে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।